বিপিএটিসি'র চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারিদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঃ একটি সমীক্ষা

মোঃ শফিকুল হক
শেখ মুস্তাফিজুর রহমান

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা । ১৯৯৭

বিপিএটিসি'র চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারিদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঃ একটি সমীক্ষা

মোঃ শফিকুল হক
শেখ মুস্তাফিজুর রহমান

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা
মার্চ ১৯৯৭

নির্যাস

বাংলাদেশের মত একটি উন্নয়নশীল দেশের মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য দক্ষ লোক-প্রশাসনের অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে। মানব সম্পদ হচ্ছে কোন জনগোষ্ঠীর সামাজিক অর্থনেতিক উন্নয়নের জন্য সত্যিকার ভাবে লভ্য সকল মানুষের দক্ষতা, জ্ঞান ও ক্ষমতার সমষ্টি। উন্নয়নের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন। এর সাধারণ অর্থ হচ্ছে, মানসম্মত স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পুষ্টি, আবাসন ও কাজের লভ্যতা বৃদ্ধি। কোন সংগঠনের তার উদ্দেশ্যাবলী অর্জনের ক্ষমতা এবং সেগুলোর পরিকল্পিত উন্নয়ন ঐ সংগঠনের মানব সম্পদের উপর নির্ভরশীল। বর্তমান গবেষণায় কেন্দ্রের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারিদের জীবনযাত্রা পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে এর মানোন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা প্রণয়নের প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। গবেষণায় প্রাপ্ত উপাত্ত অনুযায়ী, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারিগণ মূলতঃ ২০ নং গ্রেডে (৳৯০০/- থেকে ৳১৫৩০/-) বেতন পেয়ে থাকেন এবং তাঁদের প্রায় তিন চতুর্থাংশের চাকুরীকাল ৯ বছর বা তারও বেশী। কর্মচারীদের বেশীর ভাগই অষ্টম শ্রেণী পাশ এবং প্রায় সকলেই বিবাহিত। এঁদের পরিবারের নারী-পুরুষের অনুপাত প্রায় সমান। এবং তাঁদের গড় সন্তান সংখ্যা ২.৮৩ । কর্মচারীদের অধিকাংশই (৬৯%) কেন্দ্রের বাসা বরাদ্দ পেয়েছেন। বাসাগুলোর দুই-তৃতীয়াংশ একক এবং এক-তৃতীয়াংশ ইম্প্রোভাইজড্ হিসেবে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। বাসা প্রতি গড় বসবাসকারীর সংখ্যা ৭ জন এবং মাথাপিছু বসবাস স্থান ৬৫.৮৪ বর্গফুট। ইম্প্রোভাইজড্ বাসার ক্ষেত্রে একটি মাত্র এক বার্নারের গ্যাসেরচুলা রান্নার ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি করে। বাসাসমূহের ডাইনিং স্পেসে কোন ফ্যান নাই। কর্মচারিদের সন্তানসন্তুতিদের প্রায় সবাই স্কুলে পড়ালেখা করছে এবং এঁদের চারপঞ্চামাংশই কেন্দ্রের স্কুলে পড়ে। শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের মতে কেন্দ্রের স্কুলের মান সন্তোষজনক। গত নভেম্বর,১৯৯৬ মাসে কর্মচারিদের প্রায় সবার পরিবারেই কেউ না কেউ বিভিন্ন ধরনের রোগে আক্রান্ত হয়েছেন এবং এর মধ্যে জ্বর ও সর্দিই ছিল অধিক। কর্মচারিগণ চিকিৎসার জন্য কেন্দ্রের ক্লিনিকের উপর নির্ভর করলেও তাঁদের অধিকাংশই বাজার থেকে ঔষধ ক্রয় করে থাকেন। ঔষধ ক্রয় বাবদ অধিকাংশ কর্মচারি গড়ে মাসে ৳১০০/- ব্যয় করেন। কর্মচারিদের মতে ক্লিনিকের ডাক্তার এবং তাঁদের সহকর্মীদের ব্যবহার সন্তোষজনক এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে চিকিৎসা সুবিধা চলতিমানের । কর্মচারি ও তাঁদের পরিবারের মাথাপিছু মাসিক গড় আয় (৳৭০৪.২০) মাথাপিছু জাতীয় মাসিক গড় আয় (৳১০০২.৩) অপেক্ষা কম। এবং তাঁদের পরিবারের মাথাপিছু মাসিক গড় ব্যয় ৳৬০৬.২১। খাদ্য খাতে মাথাপিছু মাসিক গড় ব্যয় ৳৩৪৭.৮২। মাথাপিছু মাসিক আয়ে এর অংশ ৪৯.৩২% যা জাতীয় মাথাপিছু মাসিক আয় গ্রুপে (৳৭০০ -৳৭৯৯) খাদ্য খাতে মাসিক ব্যয় মোট মাথাপিছু আয়ের (৬৬.৪৭%) চেয়ে কম। কর্মচারীগণ দৈনিক মাথাপিছু ন্যূনতম ক্যালরী চাহিদা (২১১২) মেটানোর জন্য বর্তমান বাজার দরে প্রয়োজনীয় ব্যয়ের (৳১৪.৫৫) চেয়ে কম ব্যয় (৳১১.৫৯) করেন। মাথাপিছু ন্যূনতম ক্যালরি গ্রহণের বিবেচনায় কর্মচারিগণ দারিদ্র সীমার নীচে অবস্থান করছেন। গবেষণায় কর্মচারিদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য তাঁদের আবাসন সুবিধা বৃদ্ধি, কেন্দ্রে স্কুল ও ক্লিনিকের মানোন্নয়ন, ধুমপানকে নিরুৎসাহিত করণ, আয় বৃদ্ধিমূলক কাজের জন্য ঋণ ও প্রশিক্ষণ প্রদান, সমবায় সমিতি গঠন, ওভার টাইম প্রদান, পেনশন সুবিধা সৃষ্টি এবং প্রবিধানমালা/ প্রবিধিমালায় প্রয়োজনীয় সংশোধনীর সুপারিশ করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতামতের আলোকে পুর্ব-পরীক্ষীত একটি প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে কেন্দ্রের ১০০ জন কর্মচারির কাছ থেকে প্রাথমিক উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া কর্মচারীদের জীবনযাপন পদ্ধতি সরেজমিন পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি কর্মচারীদের চাকুরী সংক্রান্ত প্রবিধানমালা/প্রবিধি ও সংশ্লিষ্ট নথি পত্রাদি পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্রাপ্ত উপাত্তসমূহ সাধারণ পরিসংখ্যানীয় পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারিদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে কেন্দ্রের প্রাক্তন রেক্টর জনাব এ, জেড, এম, শামসুল আলমের অপরিসীম আগ্রহ ও নিরন্তর তাগিদ বর্তমান সমীক্ষাটি পরিচালনায় অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। আমরা প্রথম সুযোগেই তাঁর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জনাব মুহাম্মদ আনিসুর রহমান (আনু মুহাম্মদ) এবং কেন্দ্রের প্রাক্তন উপ-পরিচালক জনাব মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা সমীক্ষার উপাত্ত সংগ্রহের ব্যবহৃত প্রশ্নপত্রটি চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁদের উভয়কে আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। কেন্দ্রের প্রাক্তন উপ-পরিচালক (গবেষণা) জনাব গোলাম মোস্তাকীম সমীক্ষাটি শেষ করার জন্য নানাভাবে পরামর্শ ও উৎসাহ দিয়েছেন। তাঁকেও আমরা ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমাদের সহকর্মী কেন্দ্রের সহকারী পরিচালক (ডকুমেন্টেশন) জনাব মোঃ জাকির হোসেন প্রতিবেদন প্রণয়নে বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন। তাঁর প্রতিও আমরা কৃতজ্ঞ। কেন্দ্রের বাজেট অফিসার জনাব হাসেম উদ্দিন আহম্মদ সমীক্ষার জন্য উপাত্ত সংগ্রহ করেছেন। এ জন্য তাঁকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

কেন্দ্রের সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক জনাব রাম কিশোর গোড় প্রতিবেদনটি কম্পিউটারে টাইপ করেছেন এজন্য তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সবশেষে, সমীক্ষা পরিচালনায় প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করার জন্য কেন্দ্রের সকল চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারির প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বিপিএটিসি
মার্চ, ১৯৯৭

মোঃ শফিকুল হক
শেখ মুস্তাফিজুর রহমান

সূচিপত্র

নির্যাস iii

কৃতজ্ঞতা স্বীকার iv

প্রথম অধ্যায় ঃ পটভূমি ও গবেষণা পদ্ধতি ১

পটভূমি ১

গবেষণার যৌক্তিকতা ২

গবেষণার উদ্দেশ্যাবলী ৪

গবেষণার পরিধি ৪

গবেষণা পদ্ধতি ৫

গবেষণার প্রতিবেদন কাঠামো ৫

সীমাবদ্ধতা ৫

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ উপাত্ত বিশ্লেষণ ৬

উত্তরদাতাদের চাকরি সম্পর্কিত তথ্যাদি ৬

উত্তরদাতাদের জনমিতিক বৈশিষ্ট্য ৭

উত্তরদাতাদের আবাসন সুবিধা ৯

সন্তানসন্ততিদের শিক্ষা ৯

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাসুবিধাদি ১০

উত্তরদাতাদের মাসিক আয় ও ব্যয় ১১

জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে কেন্দ্রের করণীয় ১৩

গবেষকদের পর্যবেক্ষণ ১৩

তৃতীয় অধ্যায় ঃ ফলাফল ১৫

উত্তরদাতাদের চাকরি সম্পর্কিত তথ্যাদি ১৫

উত্তরদাতাদের জনমিতিক বৈশিষ্ট্য ১৬

উত্তরদাতাদের আবাসন সুবিধা ১৭

সন্তানসন্ততিদের শিক্ষা ১৮

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সুবিধাদি ১৯

উত্তরদাতাদের মাসিক আয় ও ব্যয় ২০

কর্মচারীদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে কেন্দ্রের করণীয় ২২

চতুর্থ অধ্যায় ঃ সুপারিশ ও সমীক্ষার ভবিষ্যত দিকনির্দেশনা ২৩

আবাসন সুবিধার সম্প্রসারণ ২৩

শিক্ষা সুবিধা ২৩

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ২৪

আয় বৃদ্ধিমূলক কাজে ঋণ ও প্রশিক্ষণ ২৫

সমবায় সমিতি গঠন ২৫

সেরা পরিবার ঘোষণা ২৫

ওভার টাইম প্রদান ২৬

পেনশন সুবিধা ২৬

প্রবিধানমালা ও প্রবিধিমালা সংশোধন ২৬

বেতন বৃদ্ধি ২৭

সমীক্ষার ভবিষ্যত দিকনির্দেশনা ২৭

তথ্য নির্দেশ ২৮

পরিশিষ্ট-১ ঃ চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারিদের কল্যাণার্থে প্রণীত প্রস্তাবসমূহ ২৯

পরিশিষ্ট-২ ঃ সারণী তালিকা ৩৪

পরিশিষ্ট-৩ ঃ অনুষদ সেমিনার-৩/৯৭ এর সুপারিশমালা ৪৮

পরিশিষ্ট-৪ ঃ সমীক্ষায় ব্যবহৃত প্রশ্নপত্র ৪৯

সারণী তালিকা (পরিশিষ্ট-২)

সারণী-১ ঃ উত্তরদাতাদের পদভিত্তিক বিন্যাস ৩৪

সারণী-২ ঃ উত্তরদাতাদের বেতন স্কেলভিত্তিক বিন্যাস ৩৪

সারণী-৩ ঃ উত্তরদাতাদের জেলাভিত্তিক বিন্যাস ৩৫

সারণী-৪ ঃ উত্তরদাতাদের কেন্দ্রে চাকরিকাল ৩৬

সারণী-৫ ঃ নারী-পুরুষভেদে উত্তরদাতাদের বয়সভিত্তিক বিন্যাস ৩৬

সারণী-৬ ঃ উত্তরদাতাদের ধর্মভিত্তিক বিন্যাস ৩৬

সারণী-৭ ঃ উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার বিন্যাস ৩৬

সারণী-৮ ঃ উত্তরদাতাদের বৈবাহিক অবস্থার বিন্যাস ৩৭

সারণী-৯ ঃ উত্তরদাতাদের সন্তান সংখ্যা ৩৭

সারণী-১০ ঃ উত্তরদাতাদের পরিবারের আয়তন ৩৭

সারণী-১১ উত্তরদাতার পরিবারের সদস্যদের বয়সের বিন্যাস (উত্তরদাতা বাদে) ৩৮

সারণী-১২ ঃ উত্তরদাতার পরিবারের সদস্যদের শিক্ষা ও পেশার বিন্যাস ৩৮

সারণী-১৩ ঃ উত্তরদাতাদের স্পাউজের শিক্ষা ও পেশার বিন্যাস ৩৮

সারণী-১৪ ঃ উত্তরদাতাদের পদভিত্তিক আবাসিক বিন্যাস ৩৯

সারণী-১৫ ঃ উত্তরদাতাদের অনুকূলে বরাদ্দকৃত বাসার ধরন ও বসবাসকারী সদস্য সংখ্যা ৩৯

সারণী-১৬ ঃ উপভাড়াটে পরিবারপ্রধানের পেশার বিন্যাস ৩৯

সারণী-১৭ ঃ উত্তরদাতাদের সন্তান সন্ততিদের শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক বিন্যাস ৪০

সারণী-১৮ ঃ কেন্দ্রের স্কুলে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের শ্রেণীভিত্তিক বিনাাস ৪০

সারণী-১৯ ঃ উত্তরদাতাদের শিক্ষার্থী সন্তানদের কেন্দ্রের বাইরের স্কুলে পাঠের শ্রেণী বিন্যাস ৪০

সারণী-২০ ঃ সন্তানদের কেন্দ্রের স্কুলে না পড়ানোর কারণ ৪১

সারণী- ২১ ঃ কেন্দ্রের স্কুলের মান সম্পর্কে উত্তরদাতাদের মতামত ৪১

সারণী-২২ ঃ নভেম্বর, ১৯৯৬ মাসে উত্তরদাতা ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের অসুস্থতার বিবরণ ৪১

সারণী-২৩ ঃ উত্তরদাতাগণ চিকিৎসার জন্য কোথায় যান ৪২

সারণী-২৪ ঃ নভেম্বর, ১৯৯৬ মাসে চিকিৎসার্থে ক্লিনিকে গমন ও ডাক্তারের সাথে সাক্ষাৎ ৪২

সারণী-২৫ ঃ ডাক্তারদের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী উত্তরদাতাদের ঔষধ সংগ্রহের উৎস ৪২

সারণী- ২৬ ঃ বাজার থেকে ঔষধ ক্রয় বাবদ উত্তরদাতাদের মাসিক গড় ব্যয় ৪২

সারণী-২৭ ঃ নভেম্বর, ১৯৯৬ মাসে উত্তরদাতা ও তাঁর পরিবারের চিকিৎসার ধরন ও ব্যয় ৪৩

সারণী-২৮ ঃ ক্লিনিকে ডাক্তার ও তাঁদের সহকর্মীদের ব্যবহার সম্পর্কে উত্তরদাতাদের মতামত ৪৩
সারণী-২৯ ঃ কেন্দ্রের ক্লিনিকের চিকিৎসা সুবিধাদির মান সম্পর্কে উত্তরদাতাদের মতামত ৪৩
সারণী-৩০ ঃ উত্তরদাতাদের খাতওয়ারী মাসিক আয়ের বিন্যাস ৪৪
সারণী-৩১ ঃ উত্তরদাতাদের খাতওয়ারী মাসিক ব্যয় বিন্যাস ৪৪
সারণী-৩২ ঃ উত্তরদাতাদের আয়ভিত্তিক ব্যয় বিন্যাস ৪৫
সারণী-৩৩ ঃ ভোক্তার ক্যালরি ন্যূনতম চাহিদা ও বাজার দর (মার্চ '৯৭) ৪৫
সারণী-৩৪ ঃ উত্তরদাতাদের মাসিক আয়ভিত্তিক ব্যয় বিন্যাস ৪৬
সারণী-৩৫ ঃ উত্তরদাতাদের আয় অনুযায়ী ব্যয়ের শতকরা হার ৪৬
সারণী-৩৬ ঃ কেন্দ্রের চাকরির বিভিন্ন বিষয়াদি সম্পর্কে উত্তরদাতাগণের মতামত ৪৭
সারণী-৩৭ ঃ উত্তরদাতাগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে কেন্দ্রের করণীয় সম্পর্কে তাঁদের মতামত ৪৭

চিত্র তালিকা

চিত্র -১ ঃ কর্মচারিদের চাকরিকাল	১৫
চিত্র -২ ঃ কর্মচারিদের শিক্ষাগত যোগ্যতা	১৬
চিত্র -৩ ঃ বাসা অনুযায়ী বসবাসের ধরন	১৭
চিত্র -৪ ঃ পিএটিসি স্কুলের মান	১৯
চিত্র -৫ ঃ ঔষধ ক্রয় বাবদ মাসিক গড় ব্যয়	২০
চিত্র -৬ ঃ মাসিক আয়ের বিন্যাস	২১
চিত্র -৭ ঃ মাসিক ব্যয়ের বিন্যাস	২১

প্রথম অধ্যায়

১.০ পটভূমি

১.১ বাংলাদেশের মত একটি উন্নয়নশীল দেশের মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য দক্ষ লোক-প্রশাসনের অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে । দেশে পরিচালিত উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সুষ্ঠ বাস্তবায়নের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত ফল অর্জনের ক্ষেত্রে দক্ষ লোক-প্রশাসন ব্যবস্থার কোন বিকল্প নেই । পরিবর্তনশীল আর্থ-সামাজিক ও প্রশাসনিক উন্নয়নের তাগিদের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের প্রথম প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় প্রশিক্ষণকে মানব সম্পদ উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে (GOB, 1995: 47)। উন্নয়ন হচ্ছে কোন জনগোষ্ঠীর মানসিক ও সামাজিক পরিবর্তনের সমষ্টি যা ঐ জনগোষ্ঠীকে সত্যিকার অর্থে মোট উৎপাদনের কার্যকর প্রবৃদ্ধি ও পুঞ্জিভবনে সক্ষম করে তুলে (Perroux, 1961 : 16 quoted in El-Rashidi, 1971 : 5)। কোন জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সত্যিকার ভাবে লভ্য সকল মানুষের দক্ষতা, জ্ঞান ও ক্ষমতার সমষ্টি হচ্ছে মানব সম্পদ যা বস্তুগত সম্পদ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা একটি বিষয় (UN, 1967:10 quoted in El-Rashidi, 1971 : 11)।

১.২ উন্নয়নের মুল উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন । এর সাধারণ অর্থ হচ্ছে, মানসম্মত স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পুষ্টি, আবাসন ও কাজের লভ্যতা বৃদ্ধি (Johari, 1988: 42)। ব্যক্তির জীবন যাত্রার মানোন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার পরিবেশ সৃষ্টি করা হচ্ছে উন্নয়নের প্রধান লক্ষ্য (El-Rashidi, 1971: 6)। কোন সংগঠনের তার উদ্দেশ্যাবলী অর্জনের ক্ষমতা এবং সেগুলোর পরিকল্পিত উন্নয়ন ঐ সংগঠনের মানব সম্পদের উপর নির্ভরশীল (Verma, 1988: iv)।

১.৩ মানব সম্পদ হচ্ছে উন্নয়নের প্রাথমিক নিয়ামক । মানুষের বৈশিষ্ট, জ্ঞান, দক্ষতা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা-এগুলো অমূল্য সম্পদ (Stone, 1966: 20)। মানব সম্পদ উন্নয়ন কোন সমাজের সকল জনগোষ্ঠীর জ্ঞান, দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির একটি প্রক্রিয়া । অর্থনৈতিক বিবেচনায় এটি হচ্ছে মানব সম্পদ সংগঠন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে এর কার্যকর ব্যবহার । রাজনৈতিক অর্থে মানব সম্পদ উন্নয়ন জনগণকে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুত করে । সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিবেচনায় মানব সম্পদ উন্নয়ন জীবনকে সমৃদ্ধ করে ।

২.০ গবেষণার যৌক্তিকতা

২.১ সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারী সংস্থাসমূহে কর্মরত বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি) শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান । ১৯৮৪ সালের এপ্রিল মাসে কাজ শুরু করার পর থেকে কেন্দ্র এ পর্যন্ত (জুন, ১৯৯৬) ২৭৯টি বিভিন্ন কোর্সে বিভিন্ন পর্যায়ের ১১,৬১৭ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে । প্রায় তিন হাজার (২৮১৬) জন কর্মকর্তা বিভিন্ন সময়ে কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত ৫৭টি বিভিন্ন সেমিনার/কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছেন (বিপিএটিসি, ১৯৯৬ ঃ ২৪) । এছাড়া চারটি আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (আরপিএটিসি) এ পর্যন্ত প্রায় ৩৭ (সাতত্রিশ) হাজার কর্মচারিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে (বিপিএটিসি, ১৯৯৫ ঃ ১৪) ।

২.২ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য অর্জনে এ সাফল্য কেন্দ্রের কারো একার কৃতিত্ব নয় । কেন্দ্রে দায়িত্ব পালন করছেন সরকারের সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা থেকে শুরু করে তৃণমূল পর্যায়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারিগণ । কেন্দ্রের বর্তমান মোট জনবল ৪৯৭ যার মধ্যে ২২৭ জন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারি (সারণী-ক)। এটি একটি দলীয় সাফল্য । এই কেন্দ্রের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারি এর অংশীদার। স্বাভাবিকভাবেই, সংখ্যাগত দিক দিয়ে সর্বোচ্চ হওয়ার কারণে, কেন্দ্রে কর্মরত চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারিদের অবদান এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ।

সারণী-ক ঃ ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরে বিপিএটিসি-তে রাজস্ব বাজেটের আওতায় প্রাপ্য ও প্রাপ্ত লোকবল এবং শূন্য পদ

লোকবলের স্তর	মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা	কর্মরত লোকবল (৩০শে জুন, ১৯৯৬)	শূন্য পদ (৩০শে জুন, ১৯৯৬)
১ম শ্রেণী	৯২	৭৩	১৯
২য় শ্রেণী	২২	২১	০১
৩য় শ্রেণী	২০৩	১৭৬	২৭
চতুর্থ শ্রেণী	২৩৬	২২৭	০৯
মোট	৫৫৩	৪৯৭	৫৬

সূত্র ঃ বার্ষিক প্রতিবেদন ১৯৯৫-৯৬ । ঢাকা ঃ বিপিএটিসি ।

২.৩ চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারিগণ নিম্নবেতনভুক কর্মীবাহিনী (সারণী-খ) । বর্তমান জীবন যাত্রার ব্যয় মেটানোর জন্য তাঁরা যে বেতন ভাতাদি পেয়ে থাকেন তা পর্যাপ্ত নয় । অন্যদিকে, দেশের সাম্প্রতিক মুদ্রাস্ফীতির হারও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী মুদ্রাস্ফীতির হার ৬.৬ শতাংশ (Asiaweek : March 7, 1997) ।

সারণী-খ ঃ চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারিদের পদভিত্তিক বেতন স্কেলের বিন্যাস

	পদের নাম	বেতন স্কেল	মঞ্জুরীকৃত পদ
১।	সহঃ বাবুর্চী	৳৯০০ -৳১৫৩০	
২।	সুইপার	-ঐ-	২৭
৩।	মালী	-ঐ-	১০
৪।	গার্ড	-ঐ-	২২
৫।	নাইট গার্ড	-ঐ-	৪
৬।	স্পোর্টস পিয়ন	-ঐ-	৩
৭।	মেসেঞ্জার/বার্তাবাহক	-ঐ-	৬
৮।	রুম বেয়ারার	-ঐ-	৮
৯।	এম,এল,এস,এস	-ঐ-	১০০
১০।	ডেসপ্যাচ রাইডার	৳১০৫০ -৳১৯১৫	৪
১১।	ক্লাসরুম এ্যাটেনডেন্ট	৳৯০০ -৳১৫৩০	৬
১২।	স্পোর্টস এন্ড কমন রুম সহঃ	-ঐ-	১
১৩।	লাইব্রেরী এ্যাটেনডেন্ট	-ঐ-	৪
১৪।	ক্লাব এ্যাটেনডেন্ট	-ঐ-	১
১৫।	ক্যাফেটেরিয়া ওয়েটার	-ঐ-	১২
১৬।	গেষ্ট হাউস এ্যাটেনডেন্ট	-ঐ-	২
১৭।	গ্যারেজ হেলপার	-ঐ-	১
১৮।	সহঃ ইলেকট্রিসিয়ান	-ঐ-	২
১৯।	ক্যাম্পাস প্লাম্বার	-ঐ-	২
২০।	ক্যাম্পাস কার্পেন্টার	-ঐ-	২
২১।	কিচেন বয়	৳৯০০ -৳১৫৩০(৪) ৳১০৫০ -৳১৯১৫ (২)	৬
২২।	রাজমিস্ত্রি হেলপার	৳৯০০ -৳১৫৩০	১
২৩।	পাম্প চালক	-ঐ-	১
২৪।	ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপারেটর	৳১০৫০ -৳১৯১৫	১০
		মোট	২৩৬

সুত্র ঃ প্রশাসন অনুবিভাগ, বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা ।

২.৪ বিপিএটিসির প্রশিক্ষণ পাঠক্রম উন্নয়নে ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপুর্ণ গবেষণা সম্পন্ন হয়েছে । কিন্তু কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ কর্মসুচির সফল বাস্তবায়নে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারিদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান সত্ত্বেও তাঁদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের বিষয়টি আজোবধি উপেক্ষিত থেকে গেছে ।

২.৫ উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে,

২.৫.১ বিপিএটিসির চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারিদের বর্তমান জীবনযাত্রার মান পরীক্ষা করা প্রয়োজন;

২.৫.২ বিপিএটিসির প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়নে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারিদের প্রদত্ত সেবার বিপরীতে কেন্দ্র তাঁদের জীবন যাত্রার মানোন্নয়নে কী ভূমিকা রাখছে তা' খতিয়ে দেখা প্রয়োজন;

২.৫.৩ বিপিএটিসির সংগঠন উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচির ধারাবাহিক উৎকর্ষের প্রয়োজনে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারিদের জন্য কী কী করণীয় তাও নির্ধারণ করা দরকার ।

৩.০ গবেষণার উদ্দেশ্যাবলী

৩.১ এ গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে ঃ

৩.৩.১ বিপিএটিসির চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারিদের জীবনযাত্রা পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ;

৩.৩.২ বিপিএটিসির চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারিদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা প্রণয়ন।

৪.০ গবেষণার পরিধি

৪.১ বর্তমান গবেষণাটি বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে কর্মরত চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারিদের মধ্যে পরিচালনা করা হয়েছে। গবেষণাটি নিম্নলিখিত বিষয়ে সীমিত ছিল ঃ

৪.১.১ চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারিদের বয়স, লিঙ্গ, পরিবারের আকৃতির বিন্যাস;

৪.১.২ চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারিদের মাসিক আয় ও ব্যয়ের বিন্যাস;

৪.১.৩ চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারিদের জন্য বিদ্যমান আবাসন সুবিধা;

৪.১.৪ চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারিদের সন্তানসন্ততির জন্য বিদ্যমান শিক্ষা সুবিধা;

৪.১.৫ চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারিদের জন্য বিদ্যমান স্বাস্থ্য সুবিধা;

৪.১.৬ চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারিদের বর্তমান চাকুরির বিভিন্ন বিষয়াদি সম্পর্কে তাঁদের মতামত;

৪.১.৭ চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারিদের চাকরির সাধারণ শর্তাবলী;

৪.১.৮ বিপিএটিসির চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারিদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে তাঁদের মতামত ।

৫.০ গবেষণা পদ্ধতি

৫.১ *উপাত্তের উৎস ও সংগ্রহ কৌশল*

৫.১.১ বর্তমান গবেষণায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় উৎস হতে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে বিপিএটিসিতে কর্মরত চতুর্থ শ্রেণীর ২২৭ জন কর্মচারির মধ্যে ১০০ জন কর্মচারির কাছ থেকে প্রাথমিক উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে ।

৫.১.২ উপাত্ত সংগ্রহের জন্য ব্যবহৃত প্রশ্নপত্রটি সম্পর্কে পুর্বাহ্নেই কেন্দ্র ও কেন্দ্রের বাইরের বিশেষজ্ঞদের মতামত নেয়া হয়েছে এবং ব্যবহৃত প্রশ্নপত্রটি পুর্ব-পরীক্ষীত (Pre-tested)।

৫.১.৩ চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারিদের বর্তমান জীবনযাত্রা পদ্ধতি সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।

৫.১.৪ মাধ্যমিক উপাত্তের উৎস হিসেবে বিপিএটিসি'র প্রবিধানমালা ও সংশ্লিষ্ট নথিপত্রাদি, এবং অন্যান্য বই পুস্তক পর্যালোচনা করা হয়েছে ।

৫.২ *উপাত্ত বিশ্লেষণ*

৫.২.১ বর্তমান গবেষণায় প্রাপ্ত উপাত্তসমূহ বিশ্লেষণে সাধারণ পরিসংখ্যানীয় পদ্ধতি (গড়, শতকরা হার, গ্রাফ, পাই চার্ট ইত্যাদি) ব্যবহার করা হয়েছে ।

৬.০ গবেষণার প্রতিবেদন কাঠামো

৬.১ সমীক্ষা প্রতিবেদনটি চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত । প্রথম অধ্যায়ে সমীক্ষার পটভূমি, গুরুত্ব, উদ্দেশ্য, পরিধি, গবেষণা পদ্ধতি ও সীমাবদ্ধতা আলোচনা করা হয়েছে । দ্বিতীয় অধ্যায়ে উপাত্ত বিশ্লেষণ, তৃতীয় অধ্যায়ে সমীক্ষার ফলাফল এবং চতুর্থ অধ্যায়ে সুপারিশমালা ও সমীক্ষার ভবিষ্যত দিকনির্দেশনা উপস্থাপন করা হয়েছে ।

৭.০ সীমাবদ্ধতা

৭.১ বর্তমান গবেষণা কর্মের আওতায় চারটি আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন কেন্দ্রকে অন্তর্ভুক্ত করার ইচ্ছে থাকলেও বাজেট স্বল্পতার কারণে তা' করা সম্ভব হয়নি ।

৭.২ উপাত্ত সংগ্রহকালে উত্তরদাতাদের আন্তরিক সহযোগিতা সত্ত্বেও তাঁদের অসচেতনতা বেতন-ভাতাদি সম্পর্কিত তথ্য প্রদানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে । মাসিক আয়-ব্যয় সম্পর্কিত তথ্য প্রদানে ক্ষেত্রেও তাঁদের অজ্ঞতা লক্ষ্য করা গেছে ।

৭.৩ স্পর্শকাতর বিষয় বলে উপভাড়া সম্পর্কে গবেষণায় কোন সুপারিশ রাখা হয়নি ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

উপাত্ত বিশ্লেষণ

১.০ উত্তরদাতাদের চাকরি সম্পর্কিত তথ্যাদি

১.১ গবেষণায় প্রাপ্ত ৪র্থ শ্রেণীর ১৮ ধরনের পদে নিয়োজিত কর্মচারীদের উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, তাঁদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই (৪৯%) এমএলএসএস পদে নিয়োজিত । রুমবেয়ারার ও সুইপার পদে নিয়োজিতের সংখ্যা যৌথভাবে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ (৭%) হলেও এমএলএসএসদের তুলনায় এঁদের সংখ্যা অনেক কম । ক্যাফেটেরিয়া ওয়েটার, গার্ড ও মালী, ক্লাশরুম এটেনডেন্ট ও লাইব্রেরী এটেনডেন্ট পদে নিয়োজিত কর্মচারীর সংখ্যা যথাক্রমে ৬%, ৫% ও ৪% । অন্যান্য ১০টি পদে কর্মরতের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য (সারণী-১) ।

১.২ কর্মচারীদের মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক (৯৩%) ৳৯০০/= - ৳১৫৩০/= স্কেলে বেতন গ্রহণ করছেন (সারণী-২)।

১.৩ জেলাভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, কর্মচারীগণ সিলেট ব্যতীত বাকী ৫টি বিভাগের ৩২টি বিভিন্ন জেলা থেকে এসেছেন। এঁদের মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক (১৪%) ঢাকা জেলার ও দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সংখ্যক (১২%) নোয়াখালী জেলার অধিবাসী । বিভাগওয়ারী বিশ্লেষণ অনুযায়ী ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ থেকে যথাক্রমে সর্বোচ্চ (৪৭%) ও দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সংখ্যক (৩১%) প্রতিনিধিত্ব রয়েছে (সারণী-৩)।

১.৪ কেন্দ্রে চাকরিকাল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সর্বোচ্চ সংখ্যক কর্মচারী (৭৪%) চাকরিকাল ৯ বছর ও তদূর্ধ্ব । কর্মচারীদের মধ্যে ৫৮% কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার পর নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন । ২১% কর্মচারী কেন্দ্রে ৫-৯ বছর যাবৎ চাকরিতে আছেন এবং নগণ্য সংখ্যকের (৫%) চাকরিকাল ৩-৫ বছর (সারণী-৪)।

১.৫ সামগ্রিকভাবে কেন্দ্রের চাকরি সম্পর্কে কর্মচারিগণ ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করেন (সারণী-৩৬)। তাঁদের মতামত বিশ্লেষণে আরও দেখা যায় যে, ৮৭% এর মতে পছন্দ মতো বদলীর সুযোগ নেই বললেই চলে । ৬৫% কর্মচারি ওভার টাইম/নাস্তা বিলের সুবিধা সম্পর্কে নেতিবাচক মতামত এবং ৩৮% অফিস বহির্ভূত কাজের চাপ বেশী আছে বলে মতামত প্রকাশ করেছেন ।

২.০ উত্তরদাতাদের জনমিতিক বৈশিষ্ট্য

২.১ সারণী-৫ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, সর্বোচ্চ সংখ্যক (৬১%) কর্মচারীর বয়স ৩০-৩৯ বছরের মধ্যে । ৪০-৪৯ বছর বয়সী কর্মচারীর সংখ্যা দ্বিতীয় সর্বোচ্চ (২৫%) । ২০-২৯ বছর বয়সী সংখ্যা ১১% এবং নগণ্য সংখ্যকের (৩%) বয়স ৫০ বছর ও তারও বেশী । কর্মচারীদের মধ্যে নারী পুরুষদের অনুপাত ১ঃ১১.৫ । অর্থাৎ ৯২% উত্তরদাতাই পুরুষ (সারণী-৫)।

২.২ ধর্মভিত্তিক বিভাজন অনুযায়ী ৯১% কর্মচারীই ইসলাম ধর্মের অনুসারী । বাকী ৯% হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী । বৌদ্ধ, খৃষ্টানসহ অপরাপর ধর্মের কাউকে গবেষণায় পাও.যা যায়নি (সারণী-৬) ।

২.৩ প্রাপ্ত উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ৮ম শ্রেণী পাস কর্মচারীর সংখ্যাই সর্বোচ্চ (৭৩%)। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সংখ্যক (১৫%) প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত । উল্লেখযোগ্য সংখ্যক (১০%) মাধ্যমিক পর্যায়ের এবং নগণ্য সংখ্যক (২%) কর্মচারী উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন (সারণী-৭) ।

২.৪ গবেষণায় প্রাপ্ত উপাত্ত অনুযায়ী অধিকাংশ কর্মচারীই (৯৫%) বিবাহিত । দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সংখ্যক কর্মচারী বিধবা/ বিপত্নীক হলেও তা অত্যন্ত কম (৪%) । মাত্র ১% বিয়ে করেননি (সারণী-৮)।

২.৫ অন্যদিকে সন্তান সংখ্যা বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, কর্মচারীদের মোট সন্তান সংখ্যা ২৮৩ জন এবং গড় সন্তান সংখ্যা ২.৮৩ জন । ৪০% কর্মচারীর ২টি সন্তান রয়েছে যা সর্বোচ্চ । ৩টি সন্তান রয়েছে এমন কর্মচারীর সংখ্যা দ্বিতীয় সর্বোচ্চ (২৯%) । ২১% কর্মচারীর ৪ থেকে ৭টি সন্তান আছে । একটি সন্তান আছে ৬% কর্মচারীর এবং ৩% -এর কোন সন্তান নেই । অবশিষ্ট ১% কর্মচারী অবিবাহিত (সারণী-৯)।

২.৬ সারণী-১০ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, পরিবারের গড় সদস্য সংখ্যা ৫.০৪ জন যা বাংলাদেশের পরিবারের গড় আয়তনের (৫.৫৭) প্রায় সমান (BBS,1996:25, Table-2.03)। কর্মচারীদের মধ্যে ৪ সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের সংখ্যা সর্বোচ্চ (৩১%) । দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সংখ্যক (২৯%) পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৫ জন । ৬ সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের সংখ্যাও নগণ্য (১৩%)

নয়। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক (১৭%) পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৭-১০ জন। ২-৩ সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের সংখ্যা ৯%।

২.৭ সামগ্রিক ভাবে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে নারী ও পুরুষের অনুপাত প্রায় সমান। অন্যদিকে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে (উত্তরদাতা বাদে) সংখ্যা গরিষ্ঠ অংশই (৬০%) নারী (সারণী-১১)।

২.৮ বয়সের বিন্যাস অনুযায়ী শিশুর সংখ্যা (০-৯ বছর) হচ্ছে ৩৬.৮৮% যা সর্বোচ্চ। শিশুর বয়সসীমা ১৪ বছর পর্যন্ত বাড়ানো হলে এ হার আরো বেড়ে দাঁড়ায় ৫৫.৬৯%-এ যা মোট সদস্য সংখ্যার (উত্তরদাতা বাদে) অর্ধেকের বেশী। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সংখ্যক (১৮.০৭) সদস্যদের বয়স ২০-২৯ বছর। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক (৮.৬৬%) সদস্যের বয়স ১৫-১৯ বছরের মধ্যে। ৩০-৪৯ বছর বয়সী সদস্যের সংখ্যা ১১.৬৪% এবং ৫০ বা তদূর্দ্ধ বছর বয়সী সদস্যের সংখ্যা ৫.৯৪% (সারণী-১১)।

২.৯ উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, পরিবারের সদস্যদের মধ্যে (উত্তরদাতা বাদে) ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা সব চাইতে বেশী (৫৪.১৮%) এবং ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে সিংহভাগই (৬৯.৬৮%) প্রাথমিক পর্যায়ের। নিম্নমাধ্যমিক পর্যায়ে লেখাপড়া করছে ২০.২১%; মাধ্যমিক পর্যায়ে ৬.৩৮%, উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ৩.১৯%, স্নাতক পর্যায়ে ০.৫৩%। পেশার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ হলো গৃহকর্ম (৩২.২৭%)। গৃহকর্মে যাঁরা নিয়োজিত রয়েছেন তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতাও বেশীর ভাগই (৫১.৭৯%) প্রাথমিক পর্যায়ের। অন্যান্য পেশা (যেমন কৃষি কাজ ইত্যাদি), বেকার, চাকরি, ব্যবসা করেন এমন সদস্য রয়েছেন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক (১৩.৫%)। উত্তরদাতার পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সাক্ষরতার হার ৮৯.০৫% এবং সামগ্রিকভাবে সাক্ষরতার হার ৯১.৫% (সারণী-১২)।

২.১০ সারণী-১৩ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ৫% কর্মচারীর কোন স্পাউজ নেই এবং ১% কর্মচারীর ২ জন স্ত্রী রয়েছে। স্পাউজদের মধ্যে সাক্ষরতার হার ৮৩.৩৩%। স্পাউজদের মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক (৫৭.৩%) প্রাথমিক পর্যায় পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সংখ্যক (১৮.৭৫%) নিম্নমাধ্যমিক পর্যায়ের। নিরক্ষর স্পাউজ (১৭.৭০%)। মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে নগণ্য সংখ্যক (৬.২৫%) স্পাউজ পড়াশোনা করেছেন। প্রায় সকল স্পাউজই (৯০.৬৩%) গৃহকর্মে নিয়োজিত এবং তাঁদের অধিকাংশই (৫৩%) প্রাথমিক পর্যায় পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন।

৩.০ উত্তরদাতাদের আবাসন সুবিধা

৩.১ কর্মচারিদের মধ্যে ৬৯% কেন্দ্রে বাসা বরাদ্দ পেয়েছেন । অন্যদিকে সর্বোচ্চ সংখ্যক (৪৩%) কর্মচারির অনুকূলে একক বাসা এবং ২৬% উত্তরদাতার অনুকূলে ইম্প্রোভাইজড্ (বাসা প্রতি দু'জন উত্তরদাতা) ধরনের বাসা বরাদ্দ করা হয়েছে । কর্মচারিদের মধ্যে যাঁরা (৩১%) কোন বাসা বরাদ্দ পাননি তাঁদের মধ্যে ৪৫.১৬% কেন্দ্রের গ্যারেজে/টিনশেডে অথবা সহকর্মী বা আত্মীয়ের সাথে কেন্দ্রে এবং ৫৪.৮৪% কেন্দ্রের বাইরে বসবাস করেন । সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে এমএলএসএসগণই সর্বোচ্চ সংখ্যক (৩৬%) বাসা বরাদ্দ পেয়েছেন (সারণী- ১৪) ।

৩.২ অন্যদিকে সারণী- ১৫ বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে, কর্মচারিদের অনুকূলে মোট ৬৪টি বাসা বরাদ্দ করা হয়েছে । বরাদ্দকৃত বাসার মধ্যে ৬৬.১৯% এককভাবে এবং ৩২.৮১% ইম্প্রোভাইজড্ হিসেবে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে । এককভাবে বরাদ্দকৃত বাসার মধ্যে ৬৫% বাসাতেই উপভাড়াটে রয়েছে । বরাদ্দকৃত ৬৪টি বাসায় মোট ৪৮৬ জন সদস্য বসবাস করছেন। এসব বাসায় গড় বসবাসকারীর সংখ্যা হচ্ছে একক (উপভাড়াটে নাই) বাসায় ৫.৬৬ জন, একক (উপভাড়াটে আছে) বাসায় ৭.৮২ জন এবং ইম্প্রোভাইজড্ বাসায় ৮.৬৬ জন । সামগ্রিক ভাবে এ গড় ৭.৫৯ । এফ টাইপের প্রতিটি বাসার আয়তন ৫০০ বর্গফুট । সে হিসেবে মাথাপিছু বসবাসের স্থান ৬৫.৮৪ বর্গফুট ।

৩.৩ সারণী- ১৬ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, উপভাড়াটে পরিবারের প্রধানগণের মধ্যে সিংহভাগই (৮৯.২৯%) চাকরিজীবী । নগণ্য সংখ্যক পরিবার-প্রধানের পেশা যথাক্রমে শিক্ষকতা (৩.৫৭%), ব্যবসায় (৩.৫৭%) ও ছাত্র (৩.৫৭%)।

৪.০ সন্তানসন্ততিদের শিক্ষা

৪.১ কর্মচারিদের মোট সন্তান সংখ্যার (২৮৩) মধ্যে ৬৩.৯৬% (১৮১ জন) লেখাপড়ার সাথে জড়িত । এদের মধ্যে প্রায় সবাই (৯৪.৪৮%) স্কুলের ছাত্র । অবশিষ্টদের মধ্যে কলেজ ছাত্র হচ্ছে ৩.৮৭% এবং নগণ্য সংখ্যক ছাত্র যথাক্রমে মাদ্রাসা (১.১০%) ও বিশ্ববিদ্যালয়ে (০.৫৫%) অধ্যয়ন করছে (সারণী- ১৭)।

৪.২ স্কুলে পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের (১৭১ জন) মধ্যে ৭৯.৫৩% (১৩৬ জন) শিক্ষার্থী কেন্দ্রের স্কুলে ও ২০.৪৭% (৩৫ জন) শিক্ষার্থী কেন্দ্রের বাইরের স্কুলে পড়াশুনা করে । শিক্ষার্থীদের শ্রেণীভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, কেন্দ্রের স্কুলে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের (১৩৬ জন) মধ্যে

সর্বোচ্চ সংখ্যক (৭১.৩২%) প্রাথমিক পর্যায়ের (শিশু শ্রেণী - ৫ম শ্রেণী), ২২.৮০% নিম্নমাধ্যমিক পর্যায়ের (৬ষ্ঠ শ্রেণী - ৮ম শ্রেণী) ও নগণ্য সংখ্যক (৫.৮৮%) মাধ্যমিক পর্যায়ে (৯ম - ১০ম শ্রেণী) পড়াশুনা করছে (সারণী- ১৮) ।

৪.৩ অন্যদিকে (সারণী- ১৯) কেন্দ্রের বাইরের স্কুলে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের (৩৫ জন) মধ্যেও সিংহভাগই (৭৪.২৯%) প্রাথমিক পর্যায়ে, ১৭.১৪% নিম্নমাধ্যমিক এবং ৮.৫৭% মাধ্যমিক পর্যায়ে পড়াশুনা করছে ।

৪.৪ প্রাপ্ত উপাত্ত অনুযায়ী (সারণী-২০) মোট ১৬ জন উত্তরদাতার সন্তান-সন্ততি (৩৫ জন) কেন্দ্রের স্কুলে পড়ে না । এর প্রধান কারণ (৬৮.৭৫%) হিসেবে শিক্ষার্থীদের গ্রামের বাড়ীতে অবস্থান/কেন্দ্রের বাইরে অবস্থান চিহ্নিত হয়েছে । কেন্দ্রে আবাসিক সুবিধার অভাবও একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ (৫০%) । কেন্দ্রের স্কুলে পড়াশুনার ব্যয় বেশী হওয়ার কারণেও (১৮.৭৫%) সন্তান-সন্ততি স্কুলে পড়ানো সম্ভব হয় না । শিক্ষার্থীদের নিম্নমান/ভর্তির অনুপযুক্ততাও (৬.২৫%) স্কুলে না পড়ানোর একটি কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

৪.৫ কর্মচারিদের (৭২ জন) মতামত অনুযায়ী স্কুলের মান ইতিবাচক (৬৪%)। গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যকের মতে (৩০.৫৫%) কেন্দ্রের স্কুলের মান চলনসই এবং ৫.৫৫%-এর মতে স্কুলের মান খারাপ । কর্মচারিদের মধ্যে কেউই স্কুলের মানকে অসাধারণ বলে মনে করেন না (সারণী-২১)।

৫.০ স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাসুবিধাদি

৫.১ গবেষণায় গত নভেম্বর, ১৯৯৬ মাসে উত্তরদাতা ও তাঁর পরিবারবর্গের অসুস্থতা সম্পর্কিত উপাত্ত সংগ্রহ করা হয় । প্রাপ্ত উপাত্ত বিশ্লেষণে (সারণী-২২) দেখা যায় যে, ঐ সময় প্রায় সব (৮৬%) উওরদাতা কিংবা তার বিভিন্ন পরিবারের কোন না কোন সদস্য (মোট ১৩০ জন) ২১ ধরনের বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। এঁদের মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক (৪৩.০৭%) জ্বর ও সর্দিতে আক্রান্ত হয়েছে। বিভিন্ন পেটের পীড়ায় (গ্যাষ্ট্রিক আলসার, আমাশয়, পেট ব্যাথা, ডায়রিয়া) আক্রান্তের সংখ্যা উল্লেখ্য (২৪.৬৩%)।

৫.২ চিকিৎসার প্রয়োজনে উত্তরদাতাগণ কেন্দ্রের ক্লিনিকের উপর নির্ভর করেন (৮৯%) এবং একই সাথে তারা কেন্দ্রের বাইরের ক্লিনিকেও যান (৭৪%)। এছাড়া উল্লেখযোগ্য সংখ্যক (২৩%) উত্তরদাতা চিকিৎসার প্রয়োজনে সরকারী হাসপাতালে যান। নগন্য সংখ্যক উত্তরদাতা হোমিওপ্যাথ (৪%), গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র (২%), কবিরাজ (১%), ধর্মীয় গুরু/ইমাম (১%)-এর স্মরণাপন্ন হন (সারণী-২৩)।

৫.৩ চিকিৎসার্থে ৮৪% কর্মচারি কেন্দ্রের ক্লিনিকে গিয়েছিলেন এবং এঁদের মধ্যে প্রায় সবাই (৯২.৮৫%) ডাক্তারের সাক্ষাৎ পেয়েছেন (সারণী-২৪) । চিকিৎসা প্রত্যাশীগণের মধ্যে অধিকাংশই (৭৯%) ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী বাজার থেকে ঔষধ সংগ্রহ করে থাকেন । তবে কেন্দ্রের ক্লিনিক থেকেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মচারি (৪৫%) ঔষধ সংগ্রহ করেছেন (সারণী-২৫)।

৫.৪ নভেম্বর, ৯৬ মাসে চিকিৎসা প্রত্যাশী কর্মচারিদের প্রায় সকলেই (৯৩.৩৮%) এ্যালোপ্যাথিক ধরনের চিকিৎসা করেছেন । অবশিষ্ট নগণ্য সংখ্যক (৪.৬৫%) হোমিওপ্যাথের স্মরণাপন্ন হয়েছেন। উক্ত মাসে সর্বোচ্চ সংখ্যক (৩২.৫৬%) কর্মচারি ঔষধ ক্রয় বাবদ ৳১০১/= থেকে ৳২০০/= ব্যয় করেছেন । উক্ত খাতে ২২.১% কর্মচারির ব্যয় ছিল ৳১০০/= এর মধ্যে। ৳২০০/- থেকে ৩০০/- ব্যয় হয়েছে এমন কর্মচারির সংখ্যা ১৫.১২% এবং ২০.৯২% কর্মচারির ব্যয় ৳৩০০/= থেকে ৳৫০০/= । নগণ্য সংখ্যকের (৯.৩%) ব্যয় ৳৫০০/= এর উর্ধ্বে (সারণী-২৬) ।

৫.৫ তিন-চতুর্থাংশেরও অধিক (৭৯%) কর্মচারি ঔষধ ক্রয় বাবদ মাসে গড়ে ৳১০০/= পর্যন্ত ব্যয় করে থাকেন । ১৪%-এর ঔষধ ক্রয় বাবদ মাসিক গড় ব্যয় ৳১০০/= থেকে ২০০/= পর্যন্ত এবং নগণ্য সংখ্যক (৭%) মাসে ৳২০০/= থেকে ৳৫০০/= পর্যন্ত ব্যয় করে থাকেন (সারণী-২৭) ।

৫.৬ সংখ্যাগরিষ্ঠ কর্মচারির মত অনুসারে কেন্দ্রের ক্লিনিকের ডাক্তার ও তার সহকর্মীদের ব্যবহার ইতিবাচক (সারণী-২৮) । কেন্দ্রের ক্লিনিকের চিকিৎসা সুবিধাদিকে অধিকাংশই (৫৭%) চলতি মানের বলে মনে করেন । উল্লেখযোগ্য সংখ্যক (৩৩%) কর্মচারির মতে কেন্দ্রের ক্লিনিকের চিকিৎসা সুবিধার মান ভাল (সারণী-২৯) ।

৬.০ উত্তরদাতাদের মাসিক আয় ও ব্যয়

৬.১ চাকরির বেতন-ভাতাদি থেকে প্রাপ্ত আয় ছাড়াও কর্মচারিদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ (৬৫%) কৃষি থেকে আয় পেয়ে থাকেন । কৃষি থেকে আয় করেন এমন দুই-তৃতীয়াংশ (৬৬.২৬%) কর্মচারির কৃষি থেকে মাসিক আয়ের পরিমাণ ৳৬০০/= এর মধ্যে সীমিত । এ ছাড়া উল্লেখযোগ্য সংখ্যক (২৮%) কর্মচারি উপভাড়া থেকে মাসে গড়ে ৳৬০০/= থেকে ৳৮০০/= আয় করে থাকেন (সারণী-৩০) ।

৬.২ খাতওয়ারী মাসিক ব্যয় বিন্যাস থেকে দেখা যায় যে, খাদ্য খাতে সর্বাধিক ৭২% কর্মচারি ৳১০০০/= থেকে ৳২০০০/= পর্যন্ত ব্যয় করে থাকেন । ৯০% কর্মচারির শিক্ষাখাতে ব্যয় রয়েছে এবং এদের অধিকাংশেরই (৭২.২২%) শিক্ষাখাতে মাসিক ব্যয় ৳৪০০/= এর উর্ধ্বে নয়। চিকিৎসা খাতে সর্বাধিক সংখ্যক (৭৯%) কর্মচারির মাসিক ব্যয় ৳১০০/= পর্যন্ত । বস্ত্র খাতে ৮২%-এর মাসিক ব্যয় ৳২০০/= পর্যন্ত । ৮৫% কর্মচারি বাসা ভাড়া বাবদ ব্যয় করে থাকেন । এ খাতে সর্বাধিক সংখ্যকের (৪১.১৭%) ব্যয় ৳১০০/= এর মধ্যেই সীমিত এবং ২৯.৪১% -এর ব্যয় ৭৫১/= থেকে ১০০০/= পর্যন্ত । যাতায়াত খাতে ব্যয় করে থাকেন ১৯% কর্মচারি এবং এঁদের মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যকের (৬৬.১৬%) ব্যয় ৳১০০/= এর মধ্যে সীমিত । ৩৯% বিনোদন খাতে অর্থ ব্যয় করে থাকেন এবং এঁদের প্রায় সকলেই (৯৪.৮৮%) ৳১০০/= এর মধ্যেই এ ব্যয় সীমিত রাখেন । কর্মচারিদের মধ্যে ৩০% কেন্দ্রের বাইরে বসবাসকারী সদস্যদের জন্য অর্থ ব্যয় করে থাকেন এবং এঁদের তিন-চতুর্থাংশের (৭৩.৩৩%) ব্যয় ৳২০০/= পর্যন্ত (সারণী-৩১) ।

৬.৩ কর্মচারি ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের মাথাপিছু মাসিক গড় আয় ৳৭০৫.২০ মাত্র এবং গড় ব্যয় ৳৬০৬.২১ মাত্র (সারণী-৩২) ।

৬.৪ মাথাপিছু দৈনিক ন্যূনতম ক্যালরি চাহিদা (২১১২ ক্যালরি) মেটানোর জন্য সর্বশেষ (মার্চ, ১৯৯৭) বাজার দর অনুযায়ী ৳১৪.৫৫ প্রয়োজন হলেও কর্মচারিদের এ খাতে মাথাপিছু গড় ব্যয় ৳১১.৫৯ (সারণী-৩৩) । মাথাপিছু দৈনিক ক্যালরি চাহিদা (২১১২ ক্যালরি) মেটানোর জন্য দৈনিক গড় আয়ের (৳ ২৩.৫০) সিংহভাগ (৬১.৯১%) ব্যয় করা প্রয়োজন । বাস্তবতঃ তাঁরা এজন্য মোট আয়ের মাত্র ৪৯.৩% ব্যয় করেন (সারণী-৩২)। জাতীয় মাথাপিছু মাসিক আয় গ্রুপে (৳৭০০ -৳৭৯৯) খাদ্য খাতে মাসিক ব্যয় মোট মাথাপিছু আয়ের ৬৬.৪৭% (BBS, 1996: 593, table-14: 26) ।

৬.৫ সারণী (৩৪) বিশ্লেষণে আরও দেখা যায় যে, সর্বাধিক সংখ্যক (৪১%)-এর মাসিক মোট আয় ৳৩০০১/= থেকে ৳৪০০০/= পর্যন্ত । ২% কর্মচারির মাসিক আয় ৳২০০০/= থেকে ৳৩০০০/= পর্যন্ত এবং ২২%-এর মাসিক আয় ৪০০১/= থেকে ৫০০০/= পর্যন্ত । মাত্র ৯% কর্মচারির মাসিক আয় ৳৫০০০/= এর উর্ধ্বে । অন্যদিকে ৩৬%কর্মচারির মাসিক ব্যয় ৳২০০১/= থেকে - ৳৩০০০/= পর্যন্ত । মাসিক ৳৩০০১/= থেকে ৳৪০০০/= ব্যয় করেন ২৭% এবং ৳২০০০/= পর্যন্ত মাসিক ব্যয় এমন কর্মচারির সংখ্যা ২০% । ১০% কর্মচারির

মাসিক ব্যয় ৳৪০০০/= থেকে ৳৫০০০/= পর্যন্ত এবং নগণ্য সংখ্যক (৭%) কর্মচারির মাসিক ব্যয় ৫০০০/= এর উর্দ্ধে ।

৬.৬ মাসিক আয়ভিত্তিক ব্যয় বিশ্লেষণে আরও দেখা যাচ্ছে যে, ৳৩০০১/= থেকে ৳৪০০০/= আয় গ্রুপের ১২.১৯%- এর মাসিক ব্যয় তাঁদের আয়সীমার উর্দ্ধে । ৳৪০০০/- থেকে ৳৫০০০/= আয় গ্রুপের ৪.৫৪% কর্মচারি আয়ের চেয়ে বেশী ব্যয় করেন ।৳২০০১/- থেকে ৳৩০০০/= আয় গ্রুপের কর্মচারিদের মধ্যে ১৮.৫২%-এর মাসিক ব্যয় তাঁদের আয়সীমার মধ্যে । ৳২০০০/= পর্যন্ত মাসিক মাত্র একজন কর্মচারির (১%) এবং তাঁর মাসিক ব্যয় আয়সীমার উর্দ্ধে (৳২০০১/=থেকে ৩০০০/=) । সামগ্রিকভাবে ১২% কর্মচারির মাসিক ব্যয় তাঁদের আয় সীমার উর্দ্ধে (সারণী-৩৫)।

৬.৭ মাসিক আয়ের অতিরিক্ত ব্যয় করেন এমন কর্মচারিগণ তাঁদের অতিরিক্ত ব্যয় মেটানোর জন্য বন্ধু/আত্মীয়ের কাছ থেকে ধার-কর্জ করেন।

৭.০ জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে কেন্দ্রের করণীয়

৭.১ সর্বাধিক (৪২%) সংখ্যক কর্মচারি কেন্দ্র থেকে আয় বৃদ্ধিমূলক কাজের জন্য প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহায়তা প্রত্যাশা করেন (সারণী-৩৭) । ২৬% একক বাসা বরাদ্দ এবং ২৩% চাকরি বহির্ভূত আয় বৃদ্ধিমূলক কাজের সুযোগ সৃষ্টি তাঁদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সহায়ক হবে বলে মনে করেন । ২০% কর্মচারি আবাসিক সুবিধা বৃদ্ধি এবং ১৮% বেতন বৃদ্ধির মাধ্যমে তাঁদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের পরামর্শ রেখেছেন । উল্লেখযোগ্য সংখ্যক (২০%) তাঁদের জীবন যাত্রার মানোন্নয়নে কেন্দ্রের করণীয় সম্পর্কে কোন মতামত দিতে পারেননি।

৮.০ গবেষকদের পর্যবেক্ষণ

৮.১ এ গবেষণা পদ্ধতির অংশ হিসেবে গবেষকগণ কেন্দ্রের এফ টাইপ বাসভবনে অবস্থানরত কর্মচারিদের অবস্থা প্রত্যক্ষ করার জন্য ২০টি বাসা পর্যবেক্ষণ করেন ।

৮.২ কেন্দ্রের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারিগণ এফ টাইপ বাসভবনে বসবাস করেন । এ ধরনের প্রতিটি বাসার আয়তন ৫৮৮ বর্গফুট ।। এর মধ্যে রয়েছে ক্ষুদ্রাকৃতি ২টি কক্ষ, একটি রান্না ঘর, সংকীর্ণ একটি বাথরুম ও একটি টয়লেট, ছোট্ট ডাইনিং স্পেস এবং একটি অপরিসর বেলকনী। কক্ষ দু'টিতে রয়েছে ১টি করে ফ্যান এবং রান্নার জন্য একটি মাত্র এক বার্ণারের গ্যাসের চুলা।

৮.৩ ইম্প্রোভাইজড্ উপভাড়াটে আছে এমন বাসভবনে গড় বসবাসকারীর সংখ্যা যথাক্রমে ৮/৯ এবং ৭/৮ জন । ইম্প্রোভাইজড্ বাসার ক্ষেত্রে কর্মচারিদের মধ্যে সমঝোতার অভাব দেখা যায় ।

৮.৪ ইম্প্রোভাইজড্ বরাদ্দের সময় সহ-অধিবাসী নির্বাচনের ক্ষেত্রে কর্মচারিদের পছন্দকে বিবেচনা করা হয় না ।

৮.৫ ইম্প্রোভাইজড্ বাসায় দু'টি পরিবারের রান্নার জন্য একটি মাত্র এক বার্ণারের গ্যাসের চুলা থাকায় নির্দিষ্ট সময়ে রান্নার ক্ষেত্রে সমস্যা হয় ।

৮.৬ একটি মাত্র টয়লেট এবং গোসলখানা থাকায় শারীরিক পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রেও কর্মচারিগণ বিপাকে পড়েন।

৮.৭ উপভাড়াটে আছে এমন বাসায় রান্না সমস্যা সমাধানকল্পে সংশ্লিষ্ট কর্মচারি নিজের উদ্যোগে গ্যাসের চুলায় একটি অতিরিক্ত বার্ণার লাগিয়ে নিয়েছেন । এ বিষয়ে তাঁরা কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নেননি বলে জানা যায় ।

৮.৮ *এফ* টাইপের বাসাসমূহের ডাইনিং স্পেস-এ কোন ফ্যান না থাকায় গরমের সময় সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েন ইম্প্রোভাইজড্ হিসেবে বসবাসকারীগণ ।

৮.৯ বিপিএটিসি'র আবাসিক ভবনসমূহের একটি প্রধান সমস্যা - ত্রুটিপূর্ণ বৈদ্যুতিক সংযোগ। এফ টাইপ ভবনেও এর কোন ব্যতিক্রম দেখা যায় নি ।

৮.১০ পর্যবেক্ষণকালে গবেষকগণ এফ টাইপ ভবনসমূহের প্রায় সকল সিঁড়িতে কোন বাতি দেখেননি । বাল্ব লাগানোর সাথে সাথে তা চুরি হয়ে যাওয়াকে এর একটি কারণ হিসেবে কর্মচারিগণ উল্লেখ করেছেন ।

৮.১১ ব্যতিক্রম ছাড়া পর্যবেক্ষণকালে বাসাসমূহ অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় দেখা গেছে ।

তৃতীয় অধ্যায়
ফলাফল

১.০ উত্তরদাতাদের চাকরি সম্পর্কিত তথ্যাদি

১.১ কেন্দ্রের চতুর্থ শ্রেণীর অনুমোদিত ২২ ধরনের পদের মধ্যে ১৮ ধরনের পদে কর্মরত কর্মচারির নিকট থেকে উপাত্ত সংগৃহীত হয়েছে । এঁদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই (৪৯%) এমএলএসএস পদে নিয়োজিত । বেতনের স্কেল অনুযায়ী সর্বোচ্চ সংখ্যক (৯৩%) ২০ নম্বর গ্রেডে (৯০০-১৫৩০/=) বেতন পান ।

১.২ কর্মচারিদের মধ্যে ঢাকা বিভাগের (৪৭%) এবং একই সংগে ঢাকা জেলার (১৪%) প্রতিনিধিত্ব বেশী।

১.৩ কর্মচারিগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ (৫৮%) কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার পর নিয়োগপ্রাপ্ত রয়েছেন এবং প্রায় তিন চতুর্থাংশের (৭৪%) চাকরিকাল ৯ বছর ও তদুর্ধ্ব ।

চিত্র- ১ ঃ কর্মচারিদের চাকরিকাল

১.৪ সামগ্রিকভাবে কেন্দ্রের চাকরি নিয়ে কর্মচারিগণ সন্তোষ্ট হলেও কতিপয় ক্ষেত্রে তাঁরা সমস্যা চিহ্নিত করেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, পছন্দমত বদলীর সুযোগের অভাব (৪৭%), ওভার টাইম/নাস্তা বিলের সুবিধার অভাব ও অফিস বহির্ভূত কাজের চাপ (৩৮%)।

২.০ উত্তরদাতাদের জনমিতিক বৈশিষ্ট্য

২.১ কর্মচারিদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই (৬১%) যুবক (৩০-৩৯) এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক (২৫%) কর্মচারি প্রৌঢ়ত্বের কোঠায় (৪০-৪৯) অবস্থান করছেন । কর্মচারিদের প্রায় সবাই পুরুষ (৯২%) এবং ইসলাম ধর্মাবলম্বী (৯১%)।

২.২ প্রায় দু-তৃতীয়াংশ কর্মচারি নিম্নমাধ্যমিক পর্যায় (৮ম শ্রেণী) পর্যন্ত এবং নগন্য সংখ্যক (২%) উচ্চমাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন।

চিত্র-২ ঃ কর্মচারিদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

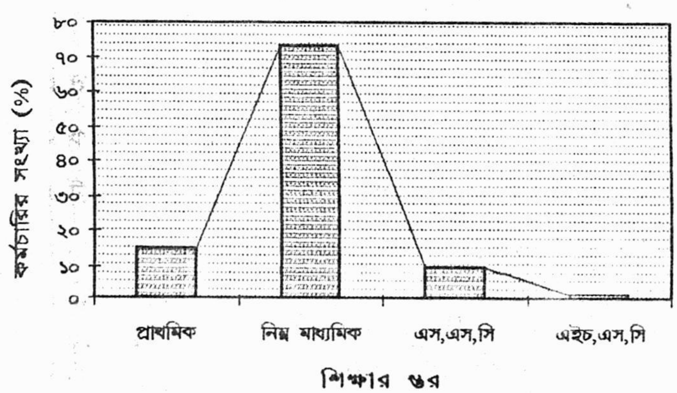

২.৩ কর্মচারিদের প্রায় সকলেই (৯৫%) বিবাহিত এবং গড় সন্তান সংখ্যা ২.৮৩ জন, যা বাংলাদেশের পরিবার প্রতি কাম্য সন্তান সংখ্যার চেয়ে .৮৩ জন বেশী । সর্বোচ্চ ৪৯% কর্মচারির সন্তান সংখ্যা ২ এর মধ্যে সীমিত ।

২.৪ কর্মচারিদের পরিবারের নারী-পুরুষের অনুপাত প্রায় সমান ।

২.৫ কর্মচারিদের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে শিক্ষার্থীর সংখ্যাই বেশী (৫৪.১৮%) । এবং এদের মধ্যে সিংহভাগই (৬৯.৬৮%) প্রাথমিক পর্যায়ে পড়াশুনা করছে । সদস্যদের উল্লেখযোগ্য অংশ (৩২.২৭%) গৃহকর্মে নিয়োজিত এবং এঁদের অধিকাংশের (৫১.৭৯%) শিক্ষাগত যোগ্যতা

প্রাথমিক পর্যায়ের । সামগ্রিকভাবে সাক্ষরতার হার ৯১.৫% যা জাতীয় সাক্ষরতার হারের দ্বিগুণেরও বেশী । কর্মচারিদের স্পাউজদের মধ্যে সাক্ষরতার হার ৮৩% । স্পাউজদের প্রায় সকলেই (৯০.১৩%) গৃহকর্মে নিয়োজিত এবং তাঁদের অধিকাংশই (৫৩%) প্রাথমিক পর্যায় পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন।

৩.০ উত্তরদাতাদের আবাসন সুবিধা

৩.১ গবেষণাধীন ৬৯% কর্মচারি কেন্দ্রের বাসা বরাদ্দ পেয়েছেন । বরাদ্দকৃত বাসার (৬৪টি) মধ্যে সর্বোচ্চ ৬৭.১৯% এককভাবে এবং ৩২.৮১% ইম্প্রোভাইজড্ হিসেবে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে এমএলএসএসগণ সর্বোচ্চ সংখ্যক (৩৬%) বাসা বরাদ্দ পেয়েছেন। যাঁরা (৩১%) বাসা বরাদ্দ পাননি তাঁদের মধ্যে ৫৪.৮৪% কেন্দ্রের বাইরে এবং ৪৫.১৬% গ্যারেজ/টিনসেড অথবা আত্মীয়/ সহকর্মীর সাথে কেন্দ্রে বসবাস করেন ।

৩.২ বরাদ্দকৃত (৬৪টি) বাসায় মোট ৪৮৬ জন বসবাস করেন । একক (উপভাড়াটে নাই) বাসায় গড় বসবাসকারীর সংখ্যা ৫.৬৬ জন, একক (উপভাড়া আছে) বাসায় ৭.৮২ জন এবং ইম্প্রোভাইজড্ বাসায় ৮.৬৬ জন । সামগ্রিকভাবে গড় বসবাসকারীর সংখ্য ৭.৫৯ জন । এফ টাইপের প্রতিটি বাসার আয়তন ৫০০ বর্গফুট । মাথাপিছু বসবাস স্থান ৬৫.৮৪ বর্গফুট ।

চিত্র - ৩ ঃ বাসা অনুযায়ী বসবাসের ধরন

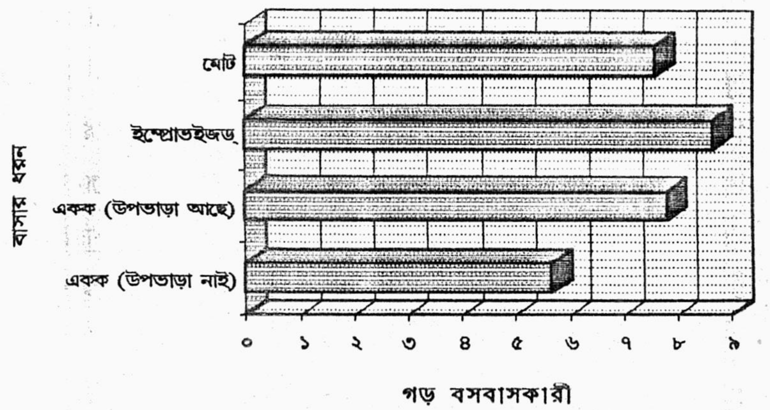

৩.৩ ইম্প্রোভাইজড্ বরাদ্দের সময় সহ-অধিবাসী নির্বাচনের ক্ষেত্রে কর্মচারিদের পছন্দকে বিবেচনা করা হয় না । ইম্প্রোভাইজড্ বাসায় দু'টি পরিবারের রান্নার জন্য একটি মাত্র এক বার্ণারের গ্যাসের চুলা থাকায় নির্দিষ্ট সময়ে রান্নার ক্ষেত্রে সমস্যা হয় । এ ছাড়া একটি মাত্র টয়লেট এবং গোসলখানা থাকায় শারীরিক পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রেও কর্মচারিগণ বিপাকে পড়েন। বাসাসমূহের ডাইনিং স্পেস-এ কোন ফ্যান না থাকায় গরমের সময় সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েন ইম্প্রোভাইজড্ হিসেবে বসবাসকারীগণ ।

৩.৪ উপভাড়াটে আছে এমন বাসায় রান্না সমস্যা সমাধানকল্পে সংশ্লিষ্ট কর্মচারি নিজের উদ্যোগে গ্যাসের চুলায় একটি অতিরিক্ত বার্ণার লাগিয়ে নিয়েছেন । এ বিষয়ে তাঁরা কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নেননি বলে জানা যায় ।

৩.৫ বিপিএটিসি'র আবাসিক ভবনসমূহের একটি প্রধান সমস্যা - ত্রুটিপূর্ণ বৈদ্যুতিক সংযোগ। এফ টাইপ ভবনেও এর কোন ব্যতিক্রম দেখা যায় নি ।

৩.৬ বাল্ব লাগানোর সাথে সাথে তা চুরি হয়ে যাওয়ার কারণে পর্যবেক্ষণকালে এফ টাইপ ভবনসমূহের প্রায় সকল সিঁড়িতে কোন বাতি দেখা যায়নি ।

৩.৭ ব্যতিক্রম ছাড়া পর্যবেক্ষণকালে বাসাসমূহ অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় দেখা গেছে ।

৪.০ সন্তানসন্ততিদের শিক্ষা

৪.১ কর্মচারিগণের ছেলেমেয়েদের (২৮৩ জন) মধ্যে ৬৩.৯৬% (১৮১ জন) লেখাপড়ার সাথে জড়িত এবং এদের প্রায় সবাই (৯৪.৪৮%) স্কুলের ছাত্র । এদের মধ্যে তিন চতুর্থাংশেরও বেশী (৭৯.৫৩%) কেন্দ্রের স্কুলে অধ্যয়ন করছে এবং এসব শিক্ষার্থীর ৭১.৩২% প্রাথমিক পর্যায়ের ।

৪.২ ১৬ জন কর্মচারীর ৩৫ জন (মোট স্কুল শিক্ষার্থীর ২৩.৪৭%) কেন্দ্রের বাইরের বিভিন্ন স্কুলে পড়ছে এবং এদের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ (৭৪.২৯%) প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থী । কেন্দ্রের স্কুলে না পড়ার প্রধান একটি কারণ হ'ল শিক্ষার্থীর গ্রামের বাড়ীতে অবস্থান/কেন্দ্রের বাইরে অবস্থান (৬৮.৭৫%) । কেন্দ্রের আবাসিক সুবিধার অভাবও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য (৫০%) একটি কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে ।

৪.৩ শিক্ষার্থীদের অধিকাংশ অভিভাবক কর্মচারির (৬৪%) মতে পিএটিসির স্কুলের মান সন্তোষজনক এবং গুরুত্বপুর্ণ সংখ্যকের (৩০.৫৫%) মতে তা চলনসই।

চিত্র- ৪ ঃ পিএটিসি স্কুলের মান

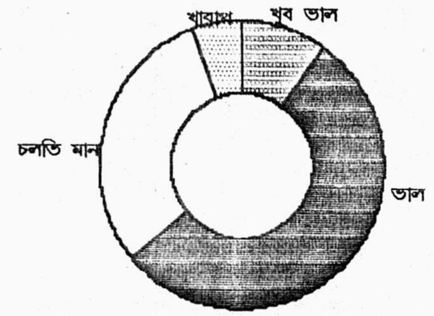

৫.০ স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাসুবিধাদি

৫.১ কর্মচারিদের প্রায় সবারই (৮৫%) পরিবারের কোন না কোন সদস্য (১৩০ জন) গত নভেম্বর, ১৯৯৬ মাসে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়েছেন । রোগের মধ্যে জ্বর ও সর্দির প্রাধান্যই বেশী (৪৩.০৭%) । চিকিৎসার প্রয়োজনে কর্মচারিগণ কেন্দ্রের ক্লিনিকের উপরই নির্ভর করেন বেশী (৮৯.০০%), পাশাপাশি কেন্দ্রের বাইরের ক্লিনিকেও অনেকেই (৭৪%) যান । চিকিৎসা প্রত্যাশী কর্মচারিগণের প্রায় সবাই (৮৪%) উল্লিখিত সময়ে কেন্দ্রের চিকিৎসকের স্মরণাপন্ন হয়েছেন এবং তাঁদের অধিকাংশই (৭৯%) কেন্দ্রের ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী বাজার থেকে ঔষধ সংগ্রহ করেন । অবশ্য এঁদের প্রায় অর্ধেক (৪০%) কেন্দ্রের ক্লিনিক থেকেও ঔষধ সংগ্রহ করে থাকেন।

৫.২ আলোচ্য মাসে চিকিৎসা প্রত্যাশীগণের প্রায় সকলেই (৯৩.৩৮%) এ্যালোপ্যাথী মতে চিকিৎসা করেছেন । এঁদের মধ্যে ৩২.৫৬% ঔষধ ক্রয় বাবদ ৳১০০/= থেকে ৳২০০/= ব্যয় করেছেন। ৳১০০/= পর্যন্ত ঔষধ ক্রয় বাবদ ব্যয় করেছেন ২২.১০% এবং ৳২০০ থেকে ৳৩০০ টাকা পর্যন্ত ব্যয় করেছেন ১৫.১২% উত্তরদাতা । সামগ্রিকভাবে তিন-চতুর্থাংশেরও অধিক (৭৯%) কর্মচারি ঔষধ ক্রয় বাবদ মাসে গড়ে ৳১০০ ব্যয় করে থাকেন।

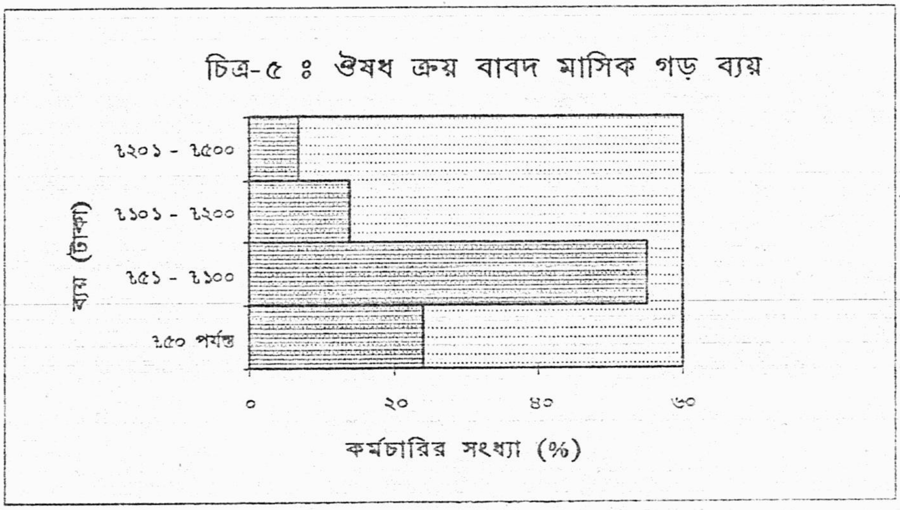

৫.৩ কেন্দ্রের ক্লিনিকের ডাক্তার ও তাঁদের সমকর্মীদের ব্যবহার সন্তোষজন বলে কর্মচারিগণ মনে করেন। সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে কেন্দ্রের চিকিৎসা সুবিধা চলতিমানের ।

৬.০ উত্তরদাতাদের মাসিক আয় ও ব্যয়

৬.১ বেতন ছাড়াও কর্মচারিদের সংখ্যা গরিষ্ঠ অংশ (৮৫%) কৃষি থেকে আয় পেয়ে থাকেন এবং এঁদের দুই তৃতীয়াংশের (৬৬.২৬%) আয় মাসে ৳৬০০/= এর মধ্যে সীমিত । উপভাড়া থেকেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক (২৮%) কর্মচারি মাসে ৳ ৬০১/= থেকে ৳৮০০/= আয় করে থাকেন।

৬.২ সর্বাধিক সংখাক (৪১%) কর্মচারির মাসিক আয় ৳৩০০১ থেকে ৳৪০০০/- এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক (২২%) কর্মচারির মাসিক আয় ৳৪০০১/= থেকে ৳৫০০০/= পর্যন্ত । কর্মচারি ও তাঁর পরিবারের মাথাপিছু মাসিক গড় আয় ৳৭০৫.২০ এবং গড় ব্যয় ৳৬০৬.২১ টাকা । সর্বশেষ হিসাবে অনুযায়ী বাংলাদেশের মাথাপিছু জাতীয় আয় ২৮৩ ডলার (এশিয়া উইক, মার্চ ০৭, ১৯৯৭) । সেই হিসাবে মাথাপিছু মাসিক জাতীয় আয় হচ্ছে ১০০২.৩ টাকা । অর্থাৎ গবেষণাধীন কর্মচারিদের মাথাপিছু মাসিক আয় জাতীয় আয়ের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কম।

৬.৩ কর্মচারিদের সর্বাধিক সংখ্যক (৭২%) খাদ্য খাতে মাসে ৳১০০০ থেকে ৳২০০০/= পর্যন্ত ব্যয় করেন । খাদ্য খাতে মাথাপিছু মাসিক গড় ব্যয় ৳৩৪৭.৮২ । মাথাপিছু মাসিক আয়ে এর অংশ ৪৯.৩২% যা জাতীয় মাথাপিছু মাসিক আয় গ্রুপে (৳৭০০ -৳৭৯৯) খাদ্য খাতে মাসিক ব্যয় মোট মাথাপিছু আয়ের (৬৬.৪৭%) চেয়ে কম ।

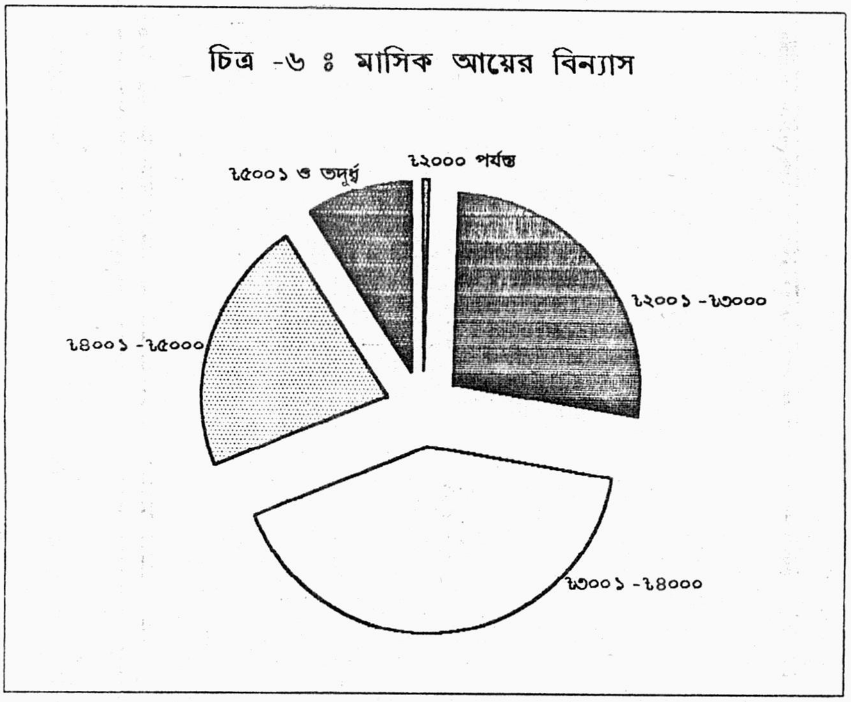

৬.৪ দৈনিক মাথাপিছু ন্যুনতম ক্যালরি চাহিদা মেটানোর জন্য বর্তমান বাজার দরে ৳১৪.৫৫ ব্যয় করা প্রয়োজন হলেও এখাতে কর্মচারিদের মাথাপিছু ব্যয় ৳১১.৫৯ ।

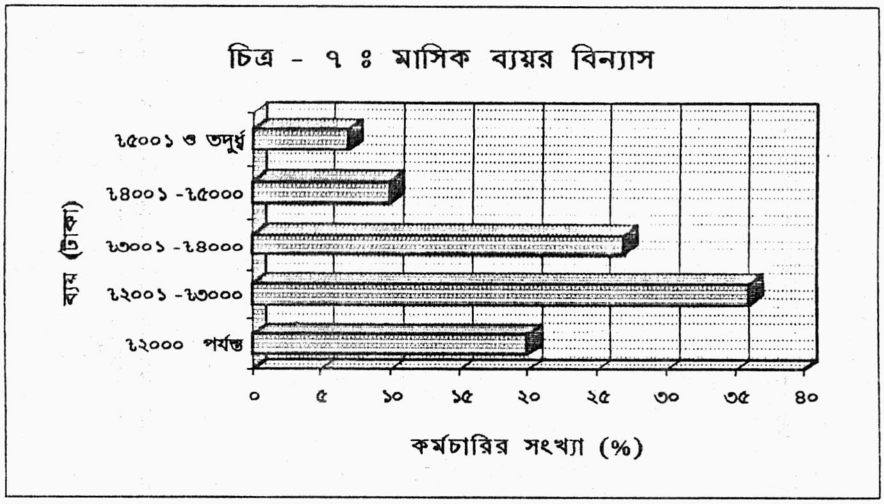

৬.৫ কর্মচারিগণ মাথাপিছু ক্যালরি চাহিদা মেটানোর জন্য খাদ্য খাতে প্রয়োজনীয় ব্যয় করেন না ।। অর্থাৎ মাথাপিছু ক্যালরি গ্রহণকে দারিদ্র সীমা নির্ধারণের নিয়ামক হিসেবে বিবেচনা করা হলে কেন্দ্রের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারিগণ সামগ্রিকভাবে দারিদ্র সীমার নীচে অবস্থান করছেন ।

৬.৬ প্রায় সকল কর্মচারিরই শিক্ষা খাতে ব্যয় রয়েছে এবং এঁদের অধিকাংশেরই (৭২.২২%) ব্যয় ৳৪০০০/=এর মধ্যে সীমিত। বাসা ভাড়া খাতে যাঁদের ব্যয় রয়েছে (৮৫%) তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যকের (৪৯.১৭%) ব্যয় ৳১০০/- এর মধ্যে সীমিত। কর্মচারিগণের ৩৯% বিনোদন খাতে ব্যয় করেন এবং এ খাতে প্রায় সকলেরই (৯৪.৮৮%) ব্যয় ৳১০০/= এর মধ্যে সীমিত।

৬.৭ মাসিক ৳৩০০০/= থেকে ৳৪০০০/= অয়ের এর মধ্যে অবস্থানকারী কর্মচারিদের (৪১%) প্রায় নয়-দশমাংশেরই (৮৭.৮১%) মাসিক ব্যয় তাঁদের মাসিক আয়ের মধ্যে। আবার অন্যদিকে, ৳৪০০১/= থেকে ৳৫০০০/= আয় গ্রুপের(২২%) মধ্যে প্রায় সকলেরই (৯৫.৪৬%) মাসিক ব্যয় তাঁদের আয়ের সীমার মধ্যেই সীমিত। সামগ্রিকভাবে ২২% কর্মচারির মাসিক ব্যয় তাঁদের আয় সীমার উর্দ্ধে। এই অতিরিক্ত ব্যয় মেটানোর জন্য তাঁরা ধার-কর্জ করেন।

৭.০ কর্মচারিদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে কেন্দ্রের করণীয়

৭.১ কর্মচারীগণ তাঁদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন সম্পর্কে কেন্দ্রের করণীয় হিসেবে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহায়তা প্রদান (৪২%), একক বাসা বরাদ্দ (২৬%), আয় বৃদ্ধিমূলক কাজের সুযোগ বৃদ্ধির (২৩%) সুপারিশ করেছেন। এছাড়া আবাসিক সুবিধা বৃদ্ধি (২০%) ও বেতন বৃদ্ধির (১৮%) জন্যও সুপারিশ রয়েছে। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক (২০%) কর্মচারি কেন্দ্রের করণীয় সম্পর্কে কোন মতামত দিতে পারেননি।

চতুর্থ অধ্যায়

সুপারিশ ও সমীক্ষার ভবিষ্যত দিকনির্দেশনা

১.০ আবাসন সুবিধার সম্প্রসারণ

১.১ বিপিএটিসি একটি আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান । সকল কর্মচারির জন্য আবাসন সুবিধা প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সফল পরিচালনার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান । সকল চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারির জন্য আবাসন সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে ।

১.২ বর্তমানে প্রচলিত ইম্প্রোভাইজড্ ধরনের বাসা বরাদ্দের ক্ষেত্রে কর্মচারিদের পছন্দকে বিবেচনা করা হলে তাঁদের মধ্যে বিরাজমান বিব্রত কর সম্পর্কের উন্নতি ঘটতে পারে ।

১.৩ ইম্প্রোভাইজড্ হিসেবে বরাদ্দকৃত বাসায় দুই বার্নারের গ্যাসের চুলা সরবরাহ করা হলে উভয় পরিবারের মধ্যে রান্নার ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যার সমাধান হতে পারে ।

১.৪ *এফ* টাইপ বাসার ডাইনিং স্পেসে বৈদ্যুতিক পাখার সংযোগ দেয়া প্রয়োজন । এ জন্য খুব বেশী অর্থ ব্যয় হবে না ।

১.৫ এফ- টাইপ ভবনসমুহের ত্রুটিপূর্ণ বৈদ্যুতিক সংযোগসমুহ সরানোর জন্য দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ সম্ভাব্য দুর্ঘটনা এড়াতে পারে ।

২.০ শিক্ষা সুবিধা

২.১ পিএটিসি স্কুলের মানোন্নয়নের জন্য শিক্ষার্থীর সংখ্য সীমিত করা প্রয়োজন । চাঁদা প্রদানের ভিত্তিতে বাইরের ছেলেমেয়েকে স্কুলে ভর্তি করার বর্তমান নিয়ম বাতিল করে শুধু মেধার ভিত্তিতে ভর্তির সুযোগ দেয়া যেতে পারে ।

২.২ পিএটিসি স্কুলের অধ্যয়নরত কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তির সংখ্যা বাড়ানো যেতে পারে। এবং এই সংখ্যার একটি সুনির্দিষ্ট অংশ চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারিদের সন্তানদের জন্য সংরক্ষিত রাখা যেতে পারে ।

২.৩ শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাকে অগ্রাধিকার দেয়ার প্রয়োজন।

২.৩ কেন্দ্রের ৪র্থ শ্রেণীর যেসব অধূমপায়ী কর্মচারির সন্তান সংখ্যা দু-এর অধিক নয় তাঁদের সন্তানদের জন্য কেন্দ্রের স্কুলে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষার সুযোগ দেয়া যেতে পারে ।

২.৪ অধূমপায়ী কর্মচারির একটি মাত্র সন্তান কন্যা হলে তাঁকে বিনাবেতনে স্কুলের সর্বোচ্চ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার সুযোগ দেয়া যায় । এ ধরনের সুযোগ একদিকে ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারিদের ছোট পরিবার গঠনে উৎসাহিত করবে এবং অন্যদিকে ধূমপানের মত একটি অত্যন্ত ক্ষতিকারক অভ্যাস থেকে নিজকে, পরিবারকে তথা কেন্দ্রকে মুক্ত রাখতে সহায়তা করবে ।

৩.০ স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা

৩.১ চতুর্থ শ্রেণী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যগণ যে সব রোগে আক্রান্ত তা স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রতিরোধ করা যেতে পারে । এ জন্য প্রতি বছর কেন্দ্রে একটি দিন স্বাস্থ্য সচেতনতা দিবস হিসেবে পালনের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে ।

৩.২ স্বাস্থ্য ও পুষ্টির সচেতনতা বিষয়ে কর্মচারিদের মধ্যে প্রণোদনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কেন্দ্রের চিকিৎসকগণ প্রতি মাসে অন্তত একবার এফ-টাইপ ভবনসমূহ পরিদর্শন করতে পারেন । এতে কেন্দ্রের কোন অর্থ ব্যয় হবে না ।

৩.৩ ধূমপান শুধু ধূমপায়ীদেরই ক্ষতি করে না নিকটস্থ লোকজনও এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হন । এটি সুধু অপচয়ই নয় স্বাস্থ্যের জন্যও হুমকী স্বরূপ । ধূমপান থেকে বিরত রাখার জন্য অধূমপায়ী কর্মচারিদেরকে নিয়ে ধূমপান বিরোধী একটি আন্দোলন গড়ে তোলা যায় । তাছাড়া যেসব কর্মকর্তা/কর্মচারি ধূমপান করেন তাঁদের জন্য কেন্দ্র প্রদত্ত চিকিৎসা সুবিধা প্রত্যাহার/সীমিত করা যায় ।

৩.৪ কেন্দ্রের ক্লিনিকের মানোন্নয়নের জন্য আধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করা প্রয়োজন। ঔষধ খাতেও বাজেট বরাদ্দ বাড়ানো যেতে পারে ।

৪.০ আয় বৃদ্ধিমূলক কাজে ঋণ ও প্রশিক্ষণ

৪.১ চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারি ও তাঁদের স্ত্রীদের মধ্যে যাঁরা আগ্রহী তাঁদের জন্য সেলাই প্রশিক্ষণের আয়োজন করা যেতে পারে । প্রশিক্ষণ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করে কর্মচারি ও তাঁদের স্ত্রীগণ সংসারের বাড়তি আয়ের ব্যবস্থা করতে পারেন । প্রাথমিক পর্যায়ে প্রশিক্ষণের ব্যয় কেন্দ্রকেই বহন করতে হবে । উপরন্তু সেলাই মেশিন ক্রয়ের জন্য কেন্দ্র থেকে সুদমুক্ত/স্বল্প সুদে প্রয়োজনীয় ঋণ সুবিধা প্রদান করতে হবে । এছাড়া বাটিক, পারিবারিক বাগান (Homestead Agriculture) ইত্যাদি সম্পর্কে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা যেতে পারে।

৪.২ কর্মচারিদের জন্য প্রচলিত ঋণ সুবিধা সম্প্রসারণ করে শিক্ষা ঋণ, আয় বৃদ্ধিমূলক কাজের জন্য ঋণের ব্যবস্হা করা যেতে পারে ।

৪.৩ খাঁচার মধ্যে হাঁস-মুরগী ও বাঁধা অবস্থায় গাভী পালন করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থন কর্মচারিদেরকে উৎসাহিত করবে । শুধু তাই নয়, কেন্দ্রে বসবাসরত কর্মকর্তা/কর্মচারি নির্বিশেষে সকলেই এর সুফল ভোগ করতে পারবেন । আগ্রহী কর্মচারিদের এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণের জন্য পার্শ্ববর্তী যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পাঠানো যায় ।

৪.৪ কেন্দ্রের লেকে ভাসমান হাঁসের খামারটি দীর্ঘদিন যাবৎ অব্যবহৃত অবস্থা পড়ে আছে। হাঁস পালনের জন্য খামারটি ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারিদেরকে লীজ দেয়া যায় ।

৫.৫ সমবায় সমিতি গঠন

৫.১ চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারিদেরকে নিয়ে একটি সমবায় সমিতি গঠন করা যেতে পারে । নির্দিষ্ট হারে চাঁদা প্রদানের মাধ্যমে সমিতির একটি তহবিল গঠিত হবে । সমিতির তহবিল গঠন প্রক্রিয়া কর্মচারিদের মধ্যে একদিকে সঞ্চয়ের মনোভাব গড়ে তুলবে অন্যদিকে বিশেষ প্রয়োজনে এই তহবিল থেকে তাঁরা ঋণ সুবিধা লাভ করবেন ।

৬.০ সেরা পরিবার ঘোষণা

৬.১ পরিবারের সদস্যেদের শিক্ষা, আয়বৃদ্ধিমূলক কাজের সাথে সম্পৃক্ততা, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারিদের মধ্যে প্রতি বৎসর সেরা পরিবার ঘোষণা করে ১০০০/= (একহাজার) টাকা সম্মানী প্রদান করা যেতে পারে ।

৭.০ ওভার টাইম প্রদান

৭.১ প্রশিক্ষণ কাজে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারিগণকে অফিস সময়ের পরেও কাজ করতে হয়। এ জন্য তাঁদেরকে দৈনিক ১৫/- (পনের) টাকা হারে নাস্তা বিল প্রদান করা হয়। কিন্তু নাস্তা বিল কখনই প্রাপ্য ওভার টাইমের বিকল্প হতে পারে না। যে সব কর্মচারি অতিরিক্ত সময়ে কাজ করবেন তাঁদেরকে প্রচলিত নিয়মে ওভার টাইম প্রদান করা যেতে পারে।

৮.০ পেনশন সুবিধা

৮.১ কেন্দ্রের নিজস্ব কর্মচারিদের জন্য কোন পেনশন সুবিধা নেই। পেনশন সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে একটি নীতিমালা প্রণয়নের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। বিষয়টির অগ্রগতি ত্বরান্বিত করে তা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়।

৯.০ প্রবিধানমালা ও প্রবিধিমালা সংশোধন

৯.১ সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারিগণ প্রদেয় ভবিষ্য তহবিলে জমাকৃত অর্থের শতকরা ৮০ ভাগ ঋণ হিসেবে উত্তোলনের সুযোগ পান এবং একটি ঋণ পরিশোধের পুর্বেই একাদিক্রমে আরেকটি ঋণ সুবিধা পেতে পারেন। কিন্তু কেন্দ্রের প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল প্রবিধি অনুযায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারিগণ তিনমাসের মুলবেতনের সমপরিমাণ অর্থ ঋণ হিসেবে পেতে পারেন, এবং একটি ঋণ পরিশোধ না হলে একাদিক্রমে আরেকটি ঋণ সুবিধা পান না। ঋণ সুবিধা সম্প্রসারণের স্বার্থে প্রবিধিমালার আংশিক সংশোধন প্রয়োজন হবে। বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

৯.২ কেন্দ্রের প্রবিধানমালা, ১৯৯২-এ সংযোজিত তফসিলের ৩১নং অনুচ্ছেদ মতে *মুদ্রাক্ষরিক ও নিম্নমান সহকারী তথা মুদ্রাক্ষরিক* এই দুটি পদ ছাড়া তৃতীয় শ্রেণীর অন্যান্য পদে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতার শর্ত হচ্ছে উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমান। অন্যদিকে একই ধরনের পদে ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারিদের মধ্য হতে পদোন্নতির জন্য শর্ত হচ্ছে ফিডার পদে ৩ বছরের চাকুরির অভিজ্ঞতাসহ উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতা। বিষয়টি নিঃসন্দেহে অসামঞ্জস্যপুর্ণ। এ অসামঞ্জস্যতা দুর করা যেতে পারে।

১০.০ বেতন বৃদ্ধি

১০.১ বিপিএটিসির ম্যান্ডেট অনুযায়ী কেন্দ্র সময়ে সময়ে সরকারকে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দিতে পারে । সেই হিসেবে দ্রব্যমুল্য বৃদ্ধির সাথে সঙ্গতি রেখে সময়ে সময়ে নির্দিষ্ট হারে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারিদের বেতন বৃদ্ধির জন্য কেন্দ্র সরকারকে পরামর্শ দিতে পারে ।

সমীক্ষার ভবিষ্যত দিকনির্দেশনা

বর্তমান গবেষণাটি একটি প্রাথমিক গবেষণা । গবেষণায় উপস্থাপিত সুপারিশসমুহ বাস্তবায়িত হলে কেন্দ্রের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারিদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটবে যা প্রকারান্তরে কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী করবে । বর্তমান গবেষণাটি অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে নতুন গবেষণাকে উৎসাহিত করবে এবং এর ফলে বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারিদের জীবনযাত্রার সঠিক চিত্র পাওয়া যাবে । সে বিবেচনায় মানব সম্পদ উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রেও গবেষণাটি কিছুটা হলেও সহায়তা করতে সক্ষম হবে ।

তথ্য নির্দেশ

1. *Asiaweek*, March 5, 1996.

2. BBS (1996 : 25, 593)
   Statistical Year Book of Bangladesh -1995. Dhaka : BBS.

3. El-Rashidi, R (1971)
   Human Aspects of Development. IIAS : Brussels.

4. GOB (1995)
   Participatory Perspective Plan For Bangladesh 1995-2010. Dhaka : Planning Commission.

5. Hossain, Mahbub and et al. (1991 : 54)
   " Proverty alleviation", in ***Report of the Task Forces on Bangladesh Developments Strategies for the 1990's***. Vol. I. Dhaka : UPL.

6. Johari, Bepin B. (1988)
   "E Hecient Use of Human Resources" in M.M. Verma (eds.)
   Human Resourse Development. Gitanjali : New Delhi.

7. Perroux, Francois (1961)
   "Qu'est-ce que le Development ?" in *Etudes*. Paris.

8. Stone, Donald C. (1966)
   "Tasks precedents and approaches to education for development administration" in ***Education for Development Administration***. IIAS : Brussels.

9. UN (1967)
   Development and Utilization of Human Resourses in Developing Countries. Report of the Secretary-General, E/4353/

10. Verma, M.M (1988) ed.
    Human Resource Development. Gitanjali : New Delhi.

12. বিপিএটিসি (১৯৯৫)
    বার্ষিক প্রতিবেদন ১৯৯৪-৯৫ । সাভার ঃ গবেষণা ও উপদেশনা অনুবিভাগ।

13. বিপিএটিসি (১৯৯৬)
    বার্ষিক প্রতিবেদন ১৯৯৫-৯৬ । সাভার ঃ গবেষণা ও উপদেশনা অনুবিভাগ।

পরিশিষ্ট-১

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা

বিষয় ঃ চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারিদের কল্যাণার্থে প্রণীত প্রস্তাবসমূহ

সূত্র নং- বিপিএটিসি/গবেষণা/গপ্র-১০৯/৯৫, তারিখ ঃ ২.০৮.১৯৯৫ইং/২৮.০৫.১৪০২বাং

রেক্টর মহোদয়ের নির্দেশ অনুযায়ী চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারিদের কল্যাণার্থে তাঁদের সংগে আলোচনাক্রমে কতিপয় প্রস্তাব প্রণয়ন করা হয়েছে । গ্রহণযোগ্য প্রস্তাবসমূহ রেক্টর মহোদয় চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারিদের কল্যাণার্থে বিবেচনা করতে পারেন।

প্রস্তাব-১ ঃ সেলাই প্রশিক্ষণ

চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারি ও তাঁদের স্ত্রীদের মধ্যে যাঁরা আগ্রহী তাঁদের জন্য সেলাই প্রশিক্ষণের আয়োজন করা যেতে পারে । প্রশিক্ষণ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করে কর্মচারি ও তাঁদের স্ত্রীগণ সংসারের বাড়তি আয়ের ব্যবস্থা করতে পারেন । তাছাড়া কেন্দ্র প্রতিবছর কর্মচারিদের লিভারিজ ও অন্যান্য সেলাই কাজ টেণ্ডারের মাধ্যমে করে থাকে । এতে অনেক অর্থ ব্যয় হয়। কেন্দ্রের কর্মচারিগণ সেলাই কর্মে প্রশিক্ষিত হলে কেন্দ্রের সেলাই কার্যাদিসমূহ অফিস সময়ের পর তাঁদের মাধ্যমেই করানো যাবে। এর ফলে কর্মচারিগণ আর্থিক দিক দিয়ে যেমন উপকৃত হবেন তেমনি কেন্দ্রের ব্যয় কিছুটা সাশ্রয় হতে পারে । প্রাথমিক পর্যায়ে প্রশিক্ষণের ব্যয় কেন্দ্রকেই বহন করতে হবে । উপরন্তু সেলাই মেশিন ক্রয়ের জন্য কেন্দ্র থেকে সুদমুক্ত/স্বল্প সুদে প্রয়োজনীয় ঋণ সুবিধা প্রদান করতে হবে ।

প্রস্তাব-২ ঃ হাঁস-মুরগী ও গাভী পালন

কেন্দ্রে হাঁস-মুরগী ও গাভী পালনের ব্যাপারে ইতঃপুর্বে কেন্দ্রে সংক্ষিপ্ত কর্মকালে বর্তমান রেক্টর মহোদয়ের উৎসাহ ও অনুমোদন ছিল । কিন্তু পরবর্তী সময়ে প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থন না পাওয়ায় সেটি প্রায় বন্ধ হয়ে যায় । খাচার মধ্যে হাঁস-মুরগী ও বাঁধা অবস্থায় গাভী পালন করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থন কর্মচারিদেরকে উৎসাহিত করবে । শুধু তাই নয়, কেন্দ্রে বসবাসরত কর্মকর্তা/কর্মচারি নির্বিশেষে সকলেই এর সুফল ভোগ করতে পারবেন । প্রয়োজনে আগ্রহী কর্মচারিদের জন্য এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণের আয়োজন করা যায় ।

প্রস্তাব-৩ ঃ ভাসমান হাঁসের খামার

কেন্দ্রের লেকে ভাসমান হাঁসের খামারটি দীর্ঘদিন যাবৎ অব্যবহৃত অবস্থা পড়ে আছে। হাঁস পালনের জন্য খামারটি ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারিদেরকে লীজ দেয়া যায় ।

প্রস্তাব-৪ ঃ মৎস্য চাষ

রেক্টর ভবনের পিছনের মিনিপুকুর ও ঈদগাহ-এ চারিপাশের খন্দকটি খননের পর থেকে অব্যবহৃত অবস্থা আছে । মিনি পুকুর ও খন্দকটি মৎস্য চাষের জন্য ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারিদেরকে লীজ দেয়া যায় ।

প্রস্তাব-৫ ঃ সবজী বাগান

৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারিগণ তাঁদের আবাসিক এলাকাসহ অফিসের বিভিন্ন স্থানে সবজী বাগান করে আসছেন । সবজী বাগানের জন্য এসব প্লট পরিকল্পিতভাবে বরাদ্দকৃত নয় । সবজী বাগান করতে যেয়ে কোথাও কোথাও ঝোপঝাড় সৃষ্টি হয়েছে । কেন্দ্রের পরিবেশের স্বার্থে পরিকল্পিত ভাবে সবজী চাষ করা উচিত । সবজী চাষের ফলে যাতে ঝোপঝাড়ের সৃষ্টি না হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন । সবজী চাষের জন্য এলাকা নির্দিষ্ট করে আগ্রহী কর্মচারিদের মধ্যে প্লট ভিত্তিতে সুষ্ঠুভাবে বন্টন করা যেতে পারে।

প্রস্তাব-৬ ঃ সবজী বাগানে ভিটিমাটি ও পানি সরবরাহ

সবজী বাগানের উর্বরতার জন্য বাইরে থেকে ভিটি মাটি ফেলে বাগানগুলো উন্নত করা যায়। কেন্দ্রের সকল সবজী বাগানে পানি সরবরাহ সুষম নয় । চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারিদের সবজী বাগানসহ যেসব বাগানে পানি সরবরাহ নেই/অপ্রতুল সেখানে পানির লাইন সংযোজন করা যেতে পারে ।

প্রস্তাব-৭ ঃ সবজী বাজারজাতকরণ

কেন্দ্রের কর্মকর্তা/কর্মচারিগণের সবজী বাগানে উৎপাদিত উদ্বৃত সবজী কেন্দ্রের শপিং সেন্টারে বিক্রির ব্যবস্থা হতে পারে । এর ফলে সংসারের দৈনন্দিন সবজী চাহিদা মেটার পাশাপাশি অতিরিক্ত নগদ অর্থও উপার্জিত হবে ।

প্রস্তাব-৮ ঃ সমবায় সমিতি গঠন

চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারিদেরকে নিয়ে একটি সমবায় সমিতি গঠন করা যেতে পারে। নির্দিষ্ট হারে চাঁদা প্রদানের মাধ্যমে সমিতির একটি তহবিল গঠিত হবে। সমিতির তহবিল গঠন প্রক্রিয়া কর্মচারিদের মধ্যে একদিকে সঞ্চয়ের মনোভাব গড়ে তুলবে অন্যদিকে বিশেষ প্রয়োজনে এই তহবিল থেকে তাঁরা ঋণ সুবিধা লাভ করবেন।

প্রস্তাব-৯ ঃ ধুমপান নিষিদ্ধকরণ

ধুমপান শুধু ধুমপায়ীদেরই ক্ষতি করে না নিকটস্থ লোকজনও এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হন। এটি সুধু অপচয়ই নয় স্বাস্থ্যের জন্যও হুমকী স্বরূপ। ধুমপান থেকে বিরত রাখার জন্য অধুমপায়ী কর্মচারিদেরকে নিয়ে ধুমপান বিরোধী একটি আন্দোলন গড়ে তোলা যায়। তাছাড়া যেসব কর্মকর্তা/কর্মচারি ধুমপান করেন তাঁদের জন্য কেন্দ্র প্রদত্ত চিকিৎসা সুবিধা প্রত্যাহার/সীমিত করা যায়।

প্রস্তাব-১০ ঃ বিনা বেতনে শিক্ষার সুযোগ

কেন্দ্রের ৪র্থ শ্রেণীর যেসব অধুমপায়ী কর্মচারীর সন্তান সংখ্যা দু-এর অধিক নয় তাঁদের সন্তানদের জন্য কেন্দ্রের স্কুলে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত অবেতনিক শিক্ষার সুযোগ দেয়া যেতে পারে। অধুমপায়ী কর্মচারির একটি মাত্র সন্তান কন্যা হলে তাঁকে বিনাবেতনে স্কুলের সর্বোচ্চ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার সুযোগ দেয়া যায়। এ ধরনের সুযোগ একদিকে ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারিদের ছোট পরিবার গঠনে উৎসাহিত করবে এবং অন্যদিকে ধুমপানের মত একটি অত্যন্ত ক্ষতিকারক অভ্যাস থেকে নিজকে, পরিবারকে তথা কেন্দ্রকে মুক্ত রাখতে সহায়তা করবে।

প্রস্তাব-১১ ঃ জলাবদ্ধতা দুরীকরণ

এফ শ্রেণীর বাসভবনগুলোর সামনে জলাবদ্ধতা একটি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। ত্রুটিপূর্ণ নর্দমা এর একটি প্রধান কারণ। জলাবদ্ধতা দুরীকরণার্থে কেন্দ্রের প্রকৌশল শাখা ইতঃমধ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে বলে জানা যায়। পরিকল্পনা বাস্তবায়ন যতদুর সম্ভব ত্বরান্বিত করা যায়।

প্রস্তাব-১২ ঃ এফ শ্রেণীর বাসার ডাইনিং স্পেসে বৈদ্যুতিক পাখা সংযোজন

৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারিদের জন্য বরাদ্দকৃত এফ শ্রেণীর বাসভবনসমূহের ডাইনিং স্পেসে কোন বৈদ্যুতিক পাখা নেই। (অর্থের সংশ্লিষ্টতা সত্বেও) ডাইনিং স্পেসে বৈদ্যুতিক পাখা সংযোজন করা যেতে পারে।

প্রস্তাব-১৩ ঃ সময় মত লিভারীজ সরবরাহ

যথাসময়ে লিভারীজ সরবরাহ করা হয় না বলে ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারিগণের মধ্যে হতে অনুযোগ রয়েছে। এ বিষয়ে কী কী সমস্যা আছে তা চিহ্নিত করে সময় মত লিভারীজ সরবরাহ নিশ্চিত করা যায়।

প্রস্তাব-১৪ ঃ প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল হতে ঋণ সুবিধা সম্প্রসারণ

সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারিগণ প্রদেয় ভবিষ্য তহবিলে জমাকৃত অর্থের শতকরা ৮০ ভাগ ঋণ হিসেবে উত্তোলনের সুযোগ পান এবং একটি ঋণ পরিশোধের পুর্বেই একাদিক্রমে আরেকটি ঋণ সুবিধা পেতে পারেন। কিন্তু কেন্দ্রের প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল প্রবিধি অনুযায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারিগণ তিনমাসের মূলবেতনের সমপরিমাণ অর্থ ঋণ হিসেবে পেতে পারেন এবং একটি ঋণ পরিশোধ না হলে একাদিক্রমে আরেকটি ঋণ সুবিধা পান না। ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারিগণ এক্ষেত্রে সমতা বিধানের আবেদন জানিয়েছেন। এজন্য প্রবিধিমালার আংশিক সংশোধন প্রয়োজন হবে। বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

প্রস্তাব-১৫ ঃ পেনশন সুবিধা

কেন্দ্রের নিজস্ব কর্মচারিদের জন্য কোন পেনশন সুবিধা নেই। পেনশন সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে একটি নীতিমালা প্রণয়নের জন্য কয়েকজন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছিল। বিষয়টির অগ্রগতি ত্বরান্বিত করে তা বাস্তবায়নের জন্য ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারিগণ অনুরোধ রেখেছেন।

প্রস্তাব-১৬ ঃ ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারিদের পদোন্নতির জন্য প্রবিধানমালা সংশোধন

কেন্দ্রের প্রবিধানমালা, ১৯৯২-এ সংযোজিত তফসিলের ৩১নং অনুচ্ছেদ মতে মুদ্রাক্ষরিক ও নিম্নমান সহকারী তথা মুদ্রাক্ষরিক এই দুটি পদ ছাড়া তৃতীয় শ্রেণীর অন্যান্য পদে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতার শর্ত হচ্ছে উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমান।

অন্যদিকে একই ধরনের পদে ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারিদের মধ্য হতে পদোন্নতির জন্য শর্ত হচ্ছে ফিডার পদে ৩ বছরের চাকুরির অভিজ্ঞতাসহ উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতা। বিষয়টি নিঃসন্দেহে অসামঞ্জস্যপুর্ণ। তাছাড়া গত ১৪.০১.১৯৮৭ তারিখে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রের বোর্ড অব গভর্ণরসের ত্রয়োদশ সভার ৭ নং বিষয়ে ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারিদের ৩য় শ্রেণীতে পদোন্নতির সর্বনিম্ন শিক্ষাগত যোগ্যতা এস,এস,সি রাখার সুপারিশ করা হয়। কেন্দ্রের কর্মচারি চাকুরি প্রবিধানমালা, ১৯৯২-এ বিষয়টি উপেক্ষিত হয়েছে। ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারিগণ তাঁদের অনুকূলে প্রবিধানমালায় আংশিক সংশোধনের অনুরোধ জানিয়েছেন। এই অনুরোধ বিবেচনা করা যেতে পারে।

পরিশিষ্ট-২

সারণী তালিকা

সারণী-১ ঃ উত্তরদাতাদের পদভিত্তিক বিন্যাস

উত্তরদাতার সংখ্যা / পদের নাম	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	শতকরা হার
সহকারী বাবুর্চি	১	-	১	১
সুইপার	৪	৩	৭	৭
মালী	৫	-	৫	৫
গার্ড	৫	-	৫	৫
স্পোর্টস পিওন	১	-	১	১
বার্তা বাহক	২	-	২	২
রুম বেয়ারার	৫	২	৮	৮
এম.এল.এস.এস	৪৭	২	৪৯	৪৯
ডেসপ্যাচ রাইডার	২	-	২	২
ক্লাশরুম এ্যাটেনডেন্ট	৪	-	৪	৪
স্পোর্টস এণ্ড কমনরুম সহকারী	১	-	১	১
লাইব্রেরী এ্যাটেনডেন্ট	৪	-	৪	৪
ক্যাফেটেরিয়া ওয়েটার	৬	-	৬	৬
গেষ্ট হাউস এ্যাটেনডেন্ট	১	-	১	১
গ্যারেজ হেলপার	১	-	১	১
সহকারী ইলেকট্রিশিয়ান	১	-	১	১
কার্পেন্টার	১		১	১
ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপারেটর	২	-	২	২
মোট	৯২	৮	১০০	১০০%

সারণী -২ ঃ উত্তরদাতাদের বেতন স্কেলভিত্তিক বিন্যাস

বেতন স্কেল	উত্তরদাতাদের সংখ্যা	শতকরা হার
টাঃ ৯০০ - টাঃ ১৫৩০	৯৩	৯৩
টাঃ ১০৫০ - টাঃ ১১১৫	৭	৭
মোট	১০০	১০০

সারণী-৩ ঃ উত্তরদাতাদের জেলাভিত্তিক বিন্যাস

জেলার নাম	উত্তরদাতার সংখ্যা
ঢাকা	১৪
মানিকগঞ্জ	৪
গাজীপুর	২
নারায়নগঞ্জ	৩
মুন্সিগঞ্জ	১
জামালপুর	২
ময়মনসিংহ	৫
নেত্রকোনা	২
কিশোরগঞ্জ	২
মাদারীপুর	২
শরীয়তপুর	১
ফরিদপুর	৫
টাঙ্গাইল	৪
চট্টগ্রাম	৪
কুমিল্লা	৬
চাঁদপুর	৬
ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	১
নোয়াখালী	১২
ফেনী	১
লক্ষ্মীপুর	১
রাজশাহী	১
পাবনা	৩
চাঁপাই নবাবগঞ্জ	১
গাইবান্ধা	১
কুড়িগ্রাম	১
ঝিনেদা	১
সাতক্ষীরা	১
চুয়াডাঙ্গা	১
বরিশাল	৭
পটুয়াখালী	১
ঝালকাঠি	২
ভোলা	২
মোট	১০০

ঢাকা বিভাগ -৪৭; চট্টগ্রাম বিভাগ - ৩১;
রাজশাহী বিভাগ - ৭; খুলনা বিভাগ - ৩;
বরিশাল বিভাগ - ১২ ।

সারণী-৪ ঃ উত্তরদাতাদের কেন্দ্রে চাকরিকাল

চাকরিকাল (বছর)	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
৩-৫ বছর	৫	৫
৫-৭ বছর	১০	১০
৭-৯ বছর	১১	১১
৯ বছর ও উর্দ্ধে	৭৪	৭৪
মোট	১০০	১০০

* মোট ৫৮ জন উত্তরদাতা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার পর চাকরিতে যোগদান করেছেন।

সারণী-৫ ঃ নারী-পুরুষভেদে উত্তরদাতাদের বয়সভিত্তিক বিন্যাস

বয়স দল (বছর)	উত্তরদাতার সংখ্যা		মোট
	পুরুষ	নারী	
২০-২৪	৪	-	৪
২৫-২৯	৫	২	৭
৩০-৩৪	৩৫	২	৩৭
৩৫-৩৯	২২	২	২৪
৪০-৪৪	১৫	২	১৭
৪৫-৪৯	৮	-	৮
৫০-৫৪	২	-	২
৫৫ ও তদুর্ধ্ব	১	-	১
মোট	৯২	৮	১০০

সারণী-৬ ঃ উত্তরদাতাদের ধর্মভিত্তিক বিন্যাস

ধর্ম	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
ইসলাম	৯১	৯১
হিন্দু	৯	৯
মোট	১০০	১০০

সারণী-৭ ঃ উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার বিন্যাস

শিক্ষাগত যোগ্যতা	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
প্রাথমিক	১৫	১৫
৮ম শ্রেণী	৭৩	৭৩
মাধ্যমিক	১০	১০
উচ্চ মাধ্যমিক	২	২
মোট	১০০	১০০

সারণী-৮ ঃ উত্তরদাতাদের বৈবাহিক অবস্থার বিন্যাস

বৈবাহিক অবস্থা	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
অবিবাহিত/অবিবাহিতা	১	১
বিবাহিত/বিবাহিতা	৯৫	৯৫
বিধবা/বিপত্নীক	৪	৪
মোট	১০০	১০০

সারণী-৯ ঃ উত্তরদাতাদের সন্তান সংখ্যা

সন্তান সংখ্যা (ছেলেমেয়ে)	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার	মোট সন্তান সংখ্যা
১টি	৬	৬	৭
২টি	৪০	৪০	৮০
৩টি	২৯	২৯	৮৭
৪টি	৭	৭	২৮
৫টি	৭	৭	৩৫
৬টি	৩	৩	১৮
৭টি	৪	৪	২৮
নাই	৪	৪	০
মোট	১০০	১০০	২৮৩

* গড় সন্তান সংখ্যা – ২.৮৩ জন

সারণী- ১০ ঃ উত্তরদাতাদের পরিবারের আয়তন

সদস্য সংখ্যা	উত্তরদাতার সংখ্যা	মোট সদস্য সংখ্যা
২	৩	৬
৩	৬	১৮
৪	৩১	১২৪
৫	২৯	১৪৫
৬	১৩	৭৮
৭	৯	৬৩
৮	৪	৩২
৯	২	১৮
১০	২	২০
মোট	১০০	৫০৪

* পরিবারের গড় আয়তন – ৫.০৪

সারণী- ১১ উত্তরদাতার পরিবারের সদস্যদের বয়সের বিন্যাস (উত্তরদাতা বাদে)

বয়স	পুরুষ	নারী	মোট
০-৪	১৪ (১২.৫৬)	২৯ (৮৭.৪৪)	৪৩ (১০.৬৪)
৫-৯	৫৭ (৫৩.৭৭)	৪৯ (৪৬.২৩)	১০৬ (২৬.২৪)
১০-১৪	৪৩ (৫৬.৫৮)	৩৩ (৪৩.৪২)	৭৬ (১৮.৮১)
১৫-১৯	১৮ (৫১.৪৩)	১৭ (৪৮.৫৭)	৩৫ (৮.৬৬)
২০-২৯	১৮ (২৪.৬৬)	৫৫ (৭৫.৩৪)	৭৩ (১৮.০৭)
৩০ ৩৯	৪ (১১.৭৬)	৩০ (৮৮.২৪)	৩৪ (৮.৪২)
৪০-৪৯	০ (০)	১৩ (১০০)	১৩ (৩.২২)
৫০+	৮ (৩৩.৩৩)	১৬ (৬৬.৬৭)	২৪ (৫.৯৪)
মোট	১৬২ (৪০.১০)	২৪২ (৫৯.৯০)	৪০৪ (১০০)

* বন্ধনীর মধ্যে শতকরা হার দেখানো হয়েছে।
** উত্তরদাতাসহ মোট পুরুষের সংখ্যা ২৫৪ (১৬২+৯২) এবং মোট নারীর সংখ্যা ২৫০ (২৪২+৮)।

সারণী- ১২ ঃ উত্তরদাতার পরিবারের সদস্যদের শিক্ষা ও পেশার বিন্যাস

শিক্ষা	পেশা						মোট
	চাকুরী	ব্যবসা	গৃহকর্ম	ছাত্র/ছাত্রী	বেকার	অন্যান্য (কৃষি)	
প্রাথমিক	৩(২৭.২৭)	২(২৫)	৫৮(৫১.৭৯)	১৩১(৬৯.৬৮)	২(১৬.৬৭)	৬(৩৭.৫)	২০২(৫৮.২১)
নিম্ন মাধ্যমিক	৪(৩৬.৩৬)	৪(৫০)	১২(১০.৭১)	৩৮(২০.২১)	৬(৫০)	২(১২.৫)	৬৬(১৯.০২)
মাধ্যমিক	২(১৮.১৮)	১(১২.৫)	১০(৮.৯৩)	১২(৬.৩৮)	২(১৬.৬৭)	১(৬.২৫)	২৮(৮.০৭)
উচ্চ মাধ্যমিক	০	০	২(১.৭৮)	৬(৩.১৯)	০	২(১২.৫)	১০(২.৮৮)
স্নাতক	০	০	০	১(০.৫৩)	১(৮.৩৩)	০	২(০.৫৮)
স্নাতকোত্তর	১ (৯.১)	০	০	০	০	০	১(০.২৯)
নিরক্ষর	১(৯.১)	১(১২.৫)	৩০(২৬.৭৯)	০	১(৮.৩৩)	৫(৩১.২৫)	৩৮(১০.৯৫)
মোট	১১(৩.১৭) (১০০)	৮(২.৩১) (১০০)	১১২(১০০) (৩২.২৭)	১৮৮(১০০) ৫৪.১৮)	১২(১০০) (৩.৪৬)	১৬(১০০) (৪.৬১)	৩৪৭(১০০) (১০০)

* বন্ধনীর মধ্যে শতকরা হার দেখানো হয়েছে ।
** বিদ্যালয়ে যায় না/শিশু – ৫৭ জন ।
*** সাক্ষরতার হার – ৮৯.০৫% । সাক্ষরতার সামগ্রিক হার ৯১.৫ ।

সারণী- ১৩ ঃ উত্তরদাতাদের স্পাউজের শিক্ষা ও পেশার বিন্যাস

পেশা/শিক্ষা	গৃহকর্ম	চাকরি	শিক্ষকতা	সেলাই কাজ	ব্যবসা	শিক্ষার্থী	মোট
নিরক্ষর	১৬(১৮.৪)	-	-	-	১(৫০)	-	১৭(১৭.৭০)
প্রাথমিক	৫৩(৬০.৯২)	১(৩৩.৩৩)	-	-	১(৫০)	-	৫৫(৫৭.৩০)
নিম্নমাধ্যমিক	১৬(১৮.৪)	-	-	২(১০০)	-	-	১৮(১৮.৭৫)
মাধ্যমিক	২(২.৩)	১(৩৩.৩৩)	-	-	-	-	৩(৩.১৩)
উচ্চ মাধ্যমিক	-	-	১(১০০)	-	-	১(১০০)	২(২.০৮)
স্নাতকোত্তর	-	১(৩৩.৩৩)	-	-	-	-	১(১.০৪)
মোট	৮৭(১০০) (৯০.৬৩)	৩(১০০) (৩.১৩)	১(১০০) (১.০৪)	২(১০০) (২.০৮)	২(১০০) (২.০৮)	১(১০০) (১.০৪)	৯৬(১০০) (১০০)

* বন্ধনীর মধ্যে শতকরা হার দেখানো হয়েছে।
** পাঁচ জন উত্তরদাতার কোন স্পাউজ নেই। একজন উত্তরদাতার দু'জন স্ত্রী ।
*** স্পাউজদের মধ্যে সাক্ষরতার হার ৮৩.৩৩% ।

সারণী-১৪ ঃ উত্তরদাতাদের পদভিত্তিক আবাসিক বিন্যাস

	আবাসিক বিন্যাস					
পদের নাম	বাসা বরাদ্দ পেয়েছেন			বাসা বরাদ্দ পাননি		মোট
	একক		ইম্প্রোভাইজড			
	উপভাড়াটে আছে	উপভাড়াটে নাই		গ্যারেজ/টিন শেডে থাকেন	কেন্দ্রের বাইরে থাকেন	
১। সহকারী বাবুর্চি	০	০	১	০	০	১
২। সুইপার	১	০	০	২	৪	৭
৩। মালী	২	১	১	০	১	৫
৪। গার্ড	২	০	০	২	১	৫
৫। স্পোর্টস পিওন	০	০	১	০	০	১
৬। বার্তা বাহক	০	০	০	১	১	২
৭। রুম বেয়ারার	৫	১	১	০	০	৭
৮। এমএলএসএস	১৫	১২	৯	৫	৮	৪৯
৯। ডেসপাস রাইডার	১	০	০	০	১	২
১০। ক্লাশরুম এটেনডেন্ট	১	০	৩	০	০	৪
১১। স্পোর্টস ও কমন রুম সহকারী	০	০	১	০	০	১
১২। লাইব্রেরী এটেনডেন্ট	০	১	৩	০	০	৪
১৩। ক্যাফেটেরিয়া ওয়েটার	১	০	২	২	১	৬
১৪। গেষ্ট হাউস এ্যাটেনডেন্ট	০	০	১	০	০	১
১৫। গ্যারেজ হেলপার	০	০	০	১	০	১
১৬। সহকারী ইলেকট্রিশিয়ান	০	০	০	১	০	১
১৭। কার্পেন্টার	০	০	১	০	০	১
১৮। ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপারেটর	০	০	২	০	০	২
মোট	২৮	১৫	২৬	১৪	১৭	১০০

* *এফ* টাইপ ভবনে মোট বাসার সংখ্যা ৯০টি। এককভাবে বরাদ্দ ৫৯টি এবং ইম্প্রোভাইজড্ বরাদ্দ ৩১টি

সারণী-১৫ ঃ উত্তরদাতাদের অনুকূলে বরাদ্দকৃত বাসার ধরন ও বসবাসকারী সদস্য সংখ্যা

বাসা বরাদ্দের ধরন	বাসার সংখ্যা	মোট বসবাসকারীর সংখ্যা	গড় বসবাসকারী
একক (উপভাড়া নাই)	১৫	৮৫	৫.৬৬
একক (উপভাড়াসহ)	২৮	২১৯	৭.৮২
ইম্প্রোভাইজড্	২১	১৮২	৮.৬৬
মোট	৬৪	৪৮৬	৭.৫৯

* প্রতি বাসার আয়তন = ৫০০ বর্গফুট। মাথাপিছু বসবাসের স্থান = (৬৪×৫০০)/৪৮৬ = ৬৫.৮৪ বর্গফুট।

সারণী-১৬ ঃ উপভাড়াটে পরিবারপ্রধানের পেশার বিন্যাস

পেশার নাম	পরিবার প্রধানের সংখ্যা	শতকরা হার
চাকুরী	২৫	৮৯.২৯
শিক্ষকতা	১	৩.৫৭
ছাত্র	১	৩.৫৭
ব্যবসা	১	৩.৫৭
মোট	২৮	১০০

সারণী- ১৭ ঃ উত্তরদাতাদের সন্তান সন্তুতিদের শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক বিন্যাস

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা (জন)	শতকরা হার
স্কুল	১৭১	৯৪.৪৮
মাদ্রাসা	২	১.১০
কলেজ	৭	৩.৮৭
বিশ্ববিদ্যালয়	১	০.৫৫
মোট	১৮১	১০০

* বন্ধনীর মধ্যে শতকরা হার দেখানো হয়েছে।

সারণী- ১৮ ঃ কেন্দ্রের স্কুলে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের শ্রেণীভিত্তিক বিন্যাস

শ্রেণী	ছাত্র সংখ্যা	মোট	
শিশু শ্রেণী	১৬	১৬	
প্রথম	২০	২০	
দ্বিতীয়	২৪	২৪	(৭১.৩২)
তৃতীয়	১৩	১৩	
চতুর্থ	১৬	১৬	
পঞ্চম	৮	৮	
ষষ্ঠ	১৩	১৩	
সপ্তম	১২	১২	(২২.৮০)
অষ্টম	৬	৬	
নবম	৪	৪	
দশম	৪	৪	(৫.৮৮)
মোট	১৩৪	১৩৬	(১০০)

* বন্ধনীর ভিতরে শতকরা হার দেখানো হয়েছে ।

** স্কুলগামী সন্তান রয়েছে এমন ১৬ জন উত্তরদাতার সন্তান কেন্দ্রের স্কুলে পড়ে না ।

সারণী- ১৯ ঃ উত্তরদাতাদের শিক্ষার্থী সন্তানদের কেন্দ্রের বাইরের স্কুলে পাঠের শ্রেণী বিন্যাস

শ্রেণী	সংখ্যা	মোট	
শিশু	২	২	
১ম	৭	৫	
২য়	৩	৩	
৩য়	৬	৬	(৭৪.২৯)
৪র্থ	২	২	
৫ম	৬	৬	
৬ষ্ঠ	১	১	
৭ম	৩	৩	(১৭.১৪)
৮ম	২	২	
৯ম	১	১	
১০ম	২	২	(৮.৫৭)
মোট	৩৫	৩৫	(১০০)

* বন্ধনীর ভেতর শতকরা হার দেখানো হয়েছে।

** উত্তরদাতার সংখ্যা - ১৬ জন

সারণী-২০ ঃ সন্তানদের কেন্দ্রের স্কুলে না পড়ানোর কারণ

কেন্দ্রের স্কুলে না পড়ানোর কারণ	উত্তরের সংখ্যা
১. বাসা বরাদ্দ না থাকা	৮ (৫০)
২. কেন্দ্রের স্কুলে খরচ বেশী	৩ (১৮.৭৫)
৩. গ্রামের বাড়ীতে থাকে/কেন্দ্রের বাইরে থাকে	১১ (৬৮.৭৫)
৪. শিক্ষার্থীর নিম্নমান (ভর্তির অনুপযুক্ততা)	১ (৬.২৫)

* বন্ধনীর ভেতর শতকরা হার দেখানো হয়েছে। একাধিক উত্তর গৃহীত হয়েছে।

** উত্তরদাতার সংখ্যা = ১৬ জন

সারণী- ২১ ঃ কেন্দ্রের স্কুলের মান সম্পর্কে উত্তরদাতাদের মতামত

স্কুলের মান	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
অসাধারণ	০	০
খুব ভাল	৭	৯.৭২
ভাল	৩৯	৫৪.১৭
চলতিমান	২২	৩০.৫৫
খারাপ	৪	৫.৫৬
মোট	৭২	১০০

* ২৮ জন উত্তরদাতার সন্তান স্কুলে পড়ে না। তাঁরা স্কুল সম্পর্কে কোন মতামত দেননি

সারণী-২২ ঃ নভেম্বর, ১৯৯৬ মাসে উত্তরদাতা ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের অসুস্থতার বিবরণ

রোগের ধরন	আক্রান্ত সদস্য সংখ্যা	শতকরা হার
গ্যাষ্ট্রিক আলসার	৫	৩.৮৫
স্ত্রীরোগ	১	০.৭৭
আমাশয়	১০	৭.৭০
চোখ উঠা/অসুখ	৫	৩.৮৫
জ্বর, সর্দি	৫৬	৪৩.০৭
ডায়াবেটিস	১	০.৭৭
দুর্ঘটনা (ছোট খাটো)	৪	৩.০৮
কোমর ব্যথা/পিঠের ব্যথা	৩	২.৩০
টাইফয়েড/প্যারাটাইফয়েড	২	১.৫৪
চর্ম রোগ	২	১.৫৪
রক্ত চাপ	৪	৩.০৮
রক্ত শুন্যতা	৩	২.৩০
পেট ব্যথা	১১	৮.৪৬
মাথা ব্যথা	৫	৩.৮৫
বুক ব্যথা	৩	২.৩০
ডায়েরীয়া	৬	৪.৬২
হাম	৩	২.৩০
বাত	২	১.৫৪
হাপানী	১	০.৭৭
জন্ডিস	২	১.৫৪
এলার্জী	১	০.৭৭
মোট	১৩০	১০০

* উত্তরদাতার সংখ্যা ৮৬ জন

সারণী-২৩ ঃ উত্তরদাতাগণ চিকিৎসার জন্য কোথায় যান

কোথায় যান	উত্তরের সংখ্যা	শতকরা হার
কেন্দ্রের ক্লিনিক	৮৯	৮৯
বাইরের ক্লিনিক	৭৪	৭৪
সরকারী হাসপাতাল	২৩	২৩
হোমিওপ্যাথ	৪	৪
গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র	২	২
কবিরাজ	১	১
ইমাম/ধর্মীয় গুরু	১	১
অন্যান্য	৪	৪

* একাধিক উত্তর গৃহীত হয়েছে।

সারণী-২৪ ঃ নভেম্বর, ১৯৯৬ মাসে চিকিৎসার্থে ক্লিনিকে গমন ও ডাক্তারের সাথে সাক্ষাৎ

ক্লিনিকে গমন	উত্তরদাতার সংখ্যা		মোট
	ডাক্তারের সাথে দেখা হয়েছে (%)	দেখা হয়নি (%)	
ক্লিনিকে গিয়েছিলেন	৭৮ (৯২.৮৫%)	৬ (৭.১৫%)	৮৪
ক্লিনিকে যাননি	১৬		১৬
মোট			১০০

* বন্ধনীর মধ্যে শতকরা হার দেখানো হয়েছে ।

** উত্তরদাতাদের মধ্যে ১০জন ডাক্তারকে চিকিৎসার্থে বাসায় ডেকেছেন । এর মধ্যে ৭টি ক্ষেত্রে ডাক্তার উত্তরদাতার বাসায় গেছেন এবং ৩টি ক্ষেত্রে বাসায় যাননি ।

সারণী-২৫ ঃ ডাক্তারদের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী উত্তরদাতাদের ঔষধ সংগ্রহের উৎস

উৎস	উত্তরের সংখ্যা	শতকরা হার
কেন্দ্রের ক্লিনিক	৪৫	৪৫
বাজার	৭৯	৭৯

* একাধিক উত্তর গৃহীত হয়েছে।

সারণী- ২৬ ঃ বাজার থেকে ঔষধ ক্রয় বাবদ উত্তরদাতাদের মাসিক গড় ব্যয়

ব্যয়ের পরিমাণ (টাকা)	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
৫০ টাকা পর্যন্ত	২৪	২৪
৫১-১০০	৫৫	৫৫
১০১-১৫০	৮	৮
১৫১-২০০	৬	৬
২০১-৩০০	৪	৪
৩০১-৪০০	১	১
৪০১ ৫০০	২	২
মোট	১০০	১০০

সারণী-২৭ ঃ নভেম্বর, ১৯৯৬ মাসে উত্তরদাতা ও তাঁর পরিবারের চিকিৎসার ধরন ও ব্যয়

চিকিৎসার ধরন	এ্যালোপ্যাথিক	হোমিওপ্যাথিক	মোট
১০০ টাকা পর্যন্ত	১৬	৩	১৯ (২২.১০)
১০১-২০০	২৭	১	২৮ (৩২.৫৬)
২০১-৩০০	১৩	-	১৩ (১৫.১২)
৩০১-৪০০	৮	-	৮ (৯.৩০)
৪০১-৫০০	৫	-	৫ (৫.৮১)
৫০১-১০০০	৫	-	৫ (৫.৮১)
১০০১-২০০০	৩	-	৩ (৩.৪৯)
২০০১-৪০০০	৩	-	৩ (৩.৪৯)
৪০০০+	২	-	২ (২.৩২)
মোট	৮২(৯৫.৩৫)	৪(৪.৬৫)	৮৬ (১০০)

* বন্ধনীর মধ্যে শতকরা হার দেখানো হয়েছে।

সারণী-২৮ ঃ ক্লিনিকে ডাক্তার ও তাঁদের সহকর্মীদের ব্যবহার সম্পর্কে উত্তরদাতাদের মতামত

ডাক্তার/সহকর্মী	মতামত						মোট
	অসাধারণ	খুব ভাল	ভাল	চলতিমান	খারাপ	জানিনা	
পুরুষ ডাক্তার	০	৪	৭০	১৭	২	৭	১০০
মহিলা	০	২	৫১	৪	২	৪১	১০০
ফার্মাসিষ্ট	০	৪১	৫৫	২	১	১	১০০
এলডিএ	০	১৭	৭৯	১	১	২	১০০
এমএলএসএস	০	১৩	৮৩	০	১	৩	১০০

সারণী-২৯ ঃ কেন্দ্রের ক্লিনিকের চিকিৎসা সুবিধাদির মান সম্পর্কে উত্তরদাতাদের মতামত

মতামত	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
অসাধারণ	০	০
খুব ভাল	১	১
ভাল	৩৩	৩৩
চলতিমান	৫৭	৫৭
খারাপ	৮	৮
জানিনা	১	১
মোট	১০০	১০০

সারণী-৩০ ঃ উত্তরদাতাদের খাতওয়ারী মাসিক আয়ের বিন্যাস

আয়ের উৎস / আয়ের পরিমাণ	কেন্দ্রের চাকরী (সকল ভাতাদিসহ)	কৃষি	ব্যবসা	চাকরি (অঘোষিত)	টেকনিক্যাল কাজ	উপভাড়া	স্ত্রী/স্বামীর আয়	অন্যান্য
২০০ পর্যন্ত	০	১২	১	০	০	০	০	৪
২০১-৪০০	০	১০	২	১	১	০	১	৮
৪০১-৬০০	০	২১	২	১	২	০	১	৩
৬০১-৮০০	০	৩	০	১	০	২৮	২	২
৮০১-১০০০	০	১৫	৪	০	০	০	০	১
১০০১-১৫০০	০	৩	১	০	০	০	০	১
১৫০১-২০০০	৬	১	১	০	০	০	২	১
২০০১-২৫০০	৫১	০	২	০	০	০	১	০
২৫০১-৩০০০	২১	০	০	০	০	০	০	০
৩০০১-৩৫০০	১৮	০	০	০	০	০	১	০
৩৫০১-৪০০০	২	০	০	০	০	০	০	০
৪০০১-৪৫০০	০	০	০	০	০	০	০	০
৪৫০১-৫০০০	০	০	১	০	০	০	০	০
৫০০১ ও তদুর্দ্ধ	২	০	০	০	০	০	০	০
মোট	১০০	৬৫	১৪	৩	৩	২৮	৮	২০

সারণী-৩১ ঃ উত্তরদাতাদের খাতওয়ারী মাসিক ব্যয় বিন্যাস

ব্যয়ের খাত/ ব্যয়ের পরিমাণ	খাদ্য	শিক্ষা	চিকিৎসা	বস্ত্র	বাসা ভাড়া	যাতায়াত ভাড়া	বিনোদন	আপ্যায়ন	কেন্দ্রের বাইরে বসবাসকারী সদস্যদের জন্য
১০০ পর্যন্ত	-	২৩	৭৯	৩৮	৩৫	১২	৩৭	৬	১৩
১০১-২০০	-	১৫	১৪	৪৪	১	২	২	৫	৯
২০১-৩০০	-	১৮	৪	১৪	২	২	-	১	৪
৩০১-৪০০	-	৯	১	১	১	২	-	-	-
৪০১-৫০০	-	১৮	২	৩	১	১	-	-	২
৫০১-৭৫০	-	২	-	-	৫	-	-	-	-
৭৫১-১০০০	১২	৩	-	-	২৫	-	-	-	১
১০০১-১৫০০	৪৪	২	-	-	১৩	-	-	-	-
১৫০১-২০০০	২৮	-	-	-	২	-	-	-	২
২০০১-২৫০০	৮	-	-	-	-	-	-	-	-
২৫০১-৩০০০	৩	-	-	-	-	-	-	-	-
৩০০১-৪০০০	২	-	-	-	-	-	-	-	-
৪০০১-৫০০০	৩	-	-	-	-	-	-	-	-
মোট	১০০	৯০	১০০	১০০	৮৫	১৯	৩৯	১২	৩০

সারণী-৩২ ঃ উত্তরদাতাদের আয়ভিত্তিক ব্যয় বিন্যাস

আয় ব্যয়	১৫০০ পর্যন্ত	১৫০১-২০০০	২০০১-২৫০০	২৫০১-৩০০০	৩০০১-৩৫০০	৩৫০১-৪০০০	৪০০১-৪৫০০	৪৫০১-৫০০০	৫০০১ ও তদূর্ধ্ব	মোট
২০০০/= পর্যন্ত	-	-	-	১	-	-	-	-	-	১
২০০১/=-২৫০০/=	৩	৮	৩	৩	-	১	১	-	-	১৯
২৫০১/=-৩০০০/=	১	১	১	২	২	-	১	-	-	৮
৩০০১/=-৩৫০০/=	২	৪	৮	৮	২	২	১	-	১	২৮
৩৫০১/=-৪০০০/=	১	-	১	২	৪	২	-	২	৩	১৩
৪০০১/=-৪৫০০/=	-	-	১	১	৮	৪	২	-	১	১৮
৪৫০১/=-৫০০০/-	-	-	১	১	১	-	১	-	-	৪
৫০০১/= ও তদূর্ধ্ব	-	-	-	১	১	-	২	-	২	৯
মোট	৭	১৩	১৭	১৯	১৮	৯	৮	২	৭	১০০

* মাথাপিছু মাসিক গড় আয় = ৭০৫.২০ টাকা; গড় ব্যয় = ৬০৬.২১ টাকা ।

** খাদ্য খাতে মাথাপিছু মাসিক গড় ব্যয় =(৬১,৭৫,৩০০/৫০৩) =৬৩৪৭.৮২।মাথাপিছু মাসিক আয়ে এর অংশ ৪৯.৩২% ।

সারণী-৩৩ ঃ ভোক্তার ক্যালরি ন্যূনতম চাহিদা ও বাজার দর (মার্চ '৯৭)

খাদ্য দ্রব্য	ক্যালরির পরিমাণ	ওজন (গ্রাম)	বাজার দর (টাকা/কেজি)	প্রয়োজনীয় অর্থ (টাকা)
চাল	১৩৮৬	৩৯৭	১১.০০	৪.৩৭
আটা	১৩৯	৪০	১৫.০০	০.৬০
ডাল	১৫৩	৪০	৪২.০০	১.৬৮
গরুর দুধ	৩৯	৫৮	২০.০০	০.৭৮
সরিষার তৈল	১৮০	২০	৬৮.০০	১.৩৬
গরুর মাংস	১৪	১২	৭০.০০	০.৮৪
মাছ	৫১	৪৮	৫০.০০	২.৪০
আলু	২৬	২৭	৫.০০	০.১৪
শাক-সবজি	৩৬	১৫০	১০.০০	১.৫০
গুড়	৮২	২০	২৪.০০	০.৪৮
কলা	৬	২০	২০.০০	০.৪০
মোট	২১১২	৮৩২	-	১৪.৫৫

* খাদ্য খাতে মাথাপিছু দৈনিক গড় ব্যয় =৬৩৪৭.৮২/৩০=২১১.৫৯ ।

** ১-৩ কলামে বর্ণিত তথ্যসমূহের সূত্র ঃ Hossain, Mahbub and et al. (1991 : 54).

সারণী- ৩৪ ঃ উত্তরদাতাদের মাসিক আয়ভিত্তিক ব্যয় বিন্যাস

ব্যয় / আয়	২০০০ টাকা পর্যন্ত	২০০১-৩০০০	৩০০১-৪০০০	৪০০১-৫০০০	৫০০১ ও তদূর্ধ্ব	মোট
২০০০ টাকা পর্যন্ত		১ (১০০)				১ (১০০)
২০০১-৩০০০	১৩ (৪৮.১৫)	৯ (৩৩.৩৩)	৩ (১১.১১)	২ (৭.৪১)	-	২৭ (১০০)
৩০০১-৪০০০	৭ (১৭.০৭)	১৯ (৪৬.৩৪)	১০ (২৪.৪০)	১ (২.৪৪)	৪ (৯.৭৫)	৪১ (১০০)
৪০০১-৫০০০	-	৪ (১৮.১৮)	১৩ (৫৯.১০)	৪ (১৮.১৮)	১ (৪.৫৪)	২২ (১০০)
৫০০১ ও তদূর্ধ্ব	-	৩ (৩৩.৩৩)	১ (১.১১)	৩ (৩৩.৩৩)	২ (২.২২)	৯ (১০০)
মোট	২০	৩৬	২৭	১০	৭	১০০

* বন্ধনীর মধ্যে শতকরা হার দেখানো হয়েছে।

সারণী ৩৫ ঃ উত্তরদাতাদের আয় অনুযায়ী ব্যয়ের শতকরা হার

ব্যয় (% আয়)	উত্তরদাতার সংখ্যা
৩১-৪০	১
৪১-৫০	৪
৫১-৬০	৮
৬১-৭০	১২
৭১-৮০	২৩
৮১-৯০	১৭
৯১-১০০	১২
১০১-১১০	৪
১১১-১২০	৭
১২১-১৩০	১
১৩১-১৪০	৫
১৪১-১৫০	১
১৫১-১৬০	১
১৬১-১৭০	১
১৭১-১৮০	০
১০০-১৯০	১
১৯১-২০০	০
২০০+	১
মোট	১০০

সারণী-৩৬ ঃ কেন্দ্রের চাকরির বিভিন্ন বিষয়াদি সম্পর্কে উত্তরদাতাগণের মতামত

চাকরির বিষয়াদি	মতামত							মোট
	১ (সবচেয়ে কম)	২	৩	৪	৫	৬ (সবচেয়ে বেশী)	জানি না	
সমপর্যায়ের সহকর্মীদের সাথে সম্পর্ক	০	০	১	১২	৮	৭৯	০	১০০
দাপ্তরিক কর্মপরিবেশ	০	০	৫	৯	১৯	৬৭	০	১০০
দায়িত্ব পালনে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা/ সহানুভূতি	১	৩	১০	১৭	২০	৪৯	০	১০০
দায়িত্ব সম্পাদনে প্রয়োজনীয় উপকরণের প্রাপ্যতা	১	৩	১২	২৬	২০	৩৮	০	১০০
চাকরির নিশ্চয়তা (স্থায়ীকরণ)	১	১	২	৪	১৫	৭৭	০	১০০
অফিস বহির্ভূত কাজের চাপ	৪২	১০	১০	১৩	৭	১৮	০	১০০
ওভার টাইম/নাস্তাবিলের সুবিধা	৬৩	২	৮	১১	৩	১৩	০	১০০
ছুটি	৭	২	১৪	১৯	১২	৪৬	০	১০০
উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে সমস্যা উত্থাপনের সুযোগ	২	৬	১২	১২	১৫	৫২	১	১০০
পছন্দমত বদলীর সুযোগ	৮৩	৪	১	১	০	৭	৪	১০০

সারণী-৩৭ঃ উত্তরদাতাগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে কেন্দ্রের করণীয় সম্পর্কে তাঁদের মতামত

কেন্দ্রের করণীয়	উত্তরদাতার সংখ্যা
বেতন বৃদ্ধি	১৮
পদোন্নতির সুযোগ বৃদ্ধি/আর্থিক সুবিধা	৫
বাগান করা সুযোগ বৃদ্ধি	৪
প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান	৪
পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের কাজের সুযোগ বৃদ্ধি/বৃত্তিমুলক প্রশিক্ষণ	৬
চাকুরী বহির্ভূত আয় বৃদ্ধিমূলক কাজের সুযোগ সৃষ্টি	২৩
আয় বৃদ্ধিমূলক কাজে প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহায়তা প্রদান (ঋণ)	৪২
মাসিক বাড়াভাড়া পারিশোধ ভিত্তিতে সরকারী বাসায় স্থায়ী মালিকানা লাভ	১
একক বাসা বরাদ্দ	২৬
ক্লিনিকের মান উন্নয়ন/চিকিৎসার সুবিধা বৃদ্ধি	১১
পেনশন সুবিধা চালু করা	১
গবেষণা প্রকল্পে সম্পৃক্তকরণ	১
পছন্দসহ পদে বদলীর সুযোগ সৃষ্টি	১
আবাসিক সুবিধা বৃদ্ধি	২০
উন্নতমানের লিভারীজ সুবিধা বৃদ্ধি/নিয়মিতকরণ	৩
স্কুলের শিক্ষার মান উন্নয়ন	৭
গবাদি পশু পাখী পালনের সুযোগ বৃদ্ধি	৫
জানিনা	২০
শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষার ব্যয় হ্রাস (ফ্রিশীপ)	২
অন্যান্য (মসজিদ/মাদ্রাসা উন্নয়ন,। পরিবেশ উন্নয়ন,। লিয়েন,। নাস্তা,। পোষাকের অর্থ নগদ প্রদান, ছুটির সুযোগ, গাড়ী প্রাপ্তি নিশ্চিত ইত্যাদি)।	১৪

পরিশিষ্ট-৩

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা

নং- বিপিএটিসি/গবেষণা/প্রতি ৪৭/৯৬-২২৩   তারিখঃ চৈত্র ১৩, ১৪০৩/মার্চ ২৯, ১৯৯৭

বিষয় ঃ অনুষদ সেমিনার-৩/৯৭ এর সুপারিশমালা

গত চৈত্র ১১,১৪০৩/মার্চ ২৫,১৯৯৭ তারিখ বেলা ১১-০০ মিনিটে কেন্দ্রের এমডিএস ডঃ মীর ওবায়দুর রহমানের সভাপতিত্বে রেক্টর মহোদয়ের সম্মেলন কক্ষে *বিপিএটিসির চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারিদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঃ একটি সমীক্ষা* শীর্ষক গবেষণা প্রকল্পের অনুষদ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেমিনারে প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন প্রকল্পের পরিচালক ও কেন্দ্রের গবেষণা কর্মকর্তা জনাব মোঃ শফিকুল হক এবং গবেষণা সহযোগী ও কেন্দ্রের সহকারী পরিচালক শেখ মুস্তাফিজুর রহমান। অনুষদ সেমিনারে গৃহীত সুপারিশমালা প্রকল্প পরিচালকের বিবেচনার জন্য আদিষ্ট হ'য়ে উপস্থাপন করা হ'ল ঃ

ক) *উপভাড়া* সম্পর্কে গবেষণায় কোন সুপারিশ নেই। বিষয়টি গবেষণার *সীমাবদ্ধতায়* উল্লেখ করা যেতে পারে।

খ) সম্ভব হলে কর্মচারিগণ দারিদ্র সীমার কোথায় অবস্থান করছেন তা গবেষণা প্রতিবেদনে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

গ) যে সকল ক্ষেত্রে মাসিক আয় থেকে ব্যয় বেশী সেখানে এর ব্যাখ্যা দে'য়া যেতে পারে।

ঘ) সুপারিশমালায় সেলাই ছাড়াও বাটিক ও কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ, স্কুলে বৃত্তির সংখ্যা বৃদ্ধি সংযোজন করা যেতে পারে।

২৯/৩/৯৭

(আ,ক,ম, মাহবুবুজ্জামান)
উর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা

বিতরণঃ
১। সংশ্লিস্ট প্রকল্প পরিচালক, বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা।
২। উপ-পরিচালক (গবেষণা), বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা।
৩। সংশ্লিস্ট নথি

বিপিএটিসি'র চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারিদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঃ একটি সমীক্ষা

১. উত্তরদাতার নাম ঃ

২. পদের নাম ঃ

৩. পদের বেতন স্কেল (টিক চিহ্ন দিন) ঃ টাকা ৯০০-১৫৩০ ☐
টাকা ১০৫০-১৯১৫ ☐

৪. নিজ জেলা ঃ

৫. জন্ম তারিখ ঃ

৬. বর্তমান বয়স ঃ

৭. কেন্দ্রের চাকরিতে যোগদানের তারিখ (টিক দিন)ঃ

৮. পুরুষ ☐ মহিলা ☐

৯. ধর্ম ঃ

১০. শিক্ষাগত যোগ্যতা (টিক দিন)ঃ প্রাথমিক ☐ ৮ম শ্রেণী ☐ মাধ্যমিক ☐
উচ্চ মাধ্যমিক ☐ স্নাতক ☐ স্নাতকোত্তর ☐

১১. বৈবাহিক অবস্থা ঃ

১২. (বিবাহিত হলে) স্ত্রীর সংখ্যা ঃ

১৩. (বিবাহিত হলে) সন্তান সংখ্যা ঃ ছেলে ☐ মেয়ে ☐
মোট ☐

১৪. সন্তান সন্ততি ও পোষ্যসহ পরিবারের সদস্য সংখ্যা ঃ পুরুষ ☐ মহিলা ☐
মোট ☐

১৫. বিবাহিত হলে স্ত্রী/স্বামীর পেশা ঃ

১৬. স্ত্রীর/স্বামীর মাসিক আয় ঃ

১৭. উত্তরদাতার উপর নির্ভরশীল সদস্যদের বিবরণ (উত্তরদাতা ছাড়া সকল সদস্য অন্তর্ভুক্ত হবে)

নাম	উত্তরদাতার সাথে সম্পর্ক	বয়স	শিক্ষাগত যোগ্যতা	পেশা	ছাত্র হলে কোন শ্রেণীতে পড়ে	উপার্জনকারী হলে মাসিক আয়

১৮. উত্তরদাতার পরিবারবর্গ কোথায় বসবাস করেন ?

১৯. উত্তরদাতা কি কর্মস্থলে কোন বাসা বরাদ্দ পেয়েছেন ?

হ্যাঁ ☐ না ☐

২০. বাসা বরাদ্দ না পেয়ে থাকলে তিনি কোথায় বসবাস করেন (ক্লিনিক, গ্যারেজ, ডরমিটরী ইত্যাদি স্থান উল্লেখ করুন)? ☐

২১. কর্মস্থলে বাসা বরাদ্দ পেয়ে থাকলে বরাদ্দের ধরন (টিক দিন)

একক ☐ ইম্প্রোভাইজড ☐

২২. একক বাসা বরাদ্দের ক্ষেত্রে কতজন বসবাস করেন ?

পুরুষ ☐ মহিলা ☐
মোট ☐

২৩. ইম্প্রোভাইজড ধরনের বাসা বরাদ্দের ক্ষেত্রে ঃ

ক) পরিবারে বসবাসকারী সদস্য সংখ্যা কত ?

পুরুষ ☐ মহিলা ☐
মোট ☐

খ) সহঅধিবাসীর পরিবারের বসবাসকারী সদস্য সংখ্যা ঃ

পুরুষ ☐ মহিলা ☐
মোট ☐

গ) উভয় পরিবার মিলে বসবাসকারী সদস্যের সংখ্যা ঃ

পুরুষ ☐ মহিলা ☐
মোট ☐

২৪. ইম্প্রোভাইজ ধরনের বাসার ক্ষেত্রে কত টাকা ভাড়া দিতে হয় ? ☐

২৫. (একক বরাদ্দের ক্ষেত্রে) বাসায় আপনার কোন উপভাড়াটে আছেন ? হ্যাঁ ☐ না ☐

২৬. উত্তর 'হ্যাঁ' হলে

(ক) উপভাড়া বাবদ কত টাকা পান ? ☐

(খ) উপভাড়াটে পরিবারের প্রধানের পেশা কি ? ☐

(গ) উপভাড়াটে পরিবারের সদস্য সংখ্যা কত ?

পুরুষ ☐ মহিলা ☐

মোট ☐

৭. উত্তরদাতার আয় সম্পর্কিত তথ্যাদি ঃ

ক) আপনার বর্তমান মাসিক বেতন (বাড়ী ভাড়া ছাড়া) কত ? ☐

বাড়ী ভাড়া বাবদ কত ? ☐

খ) বেতন ছাড়া চাকরি থেকে কোন অতিরিক্ত আয় (যেমন ওভারটাইম, সম্মানী) আছে কি ?

হ্যাঁ ☐ না ☐

গ) খ-এর উত্তর 'হ্যাঁ' হলে খাতসহ পরিমাণ কত ? ☐

ঝ) চাকরি ছাড়া অন্য কোন আয়ের উৎস থাকলে তা নিম্নের ছকে উল্লেখ করুন ।

আয়ের উৎস	টাকার পরিমাণ (বার্ষিক)
কৃষি	
ব্যবসা	
চাকরি (অঘোষিত)	
টিউশনি	
রিক্সা	
টেকনিক্যাল কাজ	
বাসা ভাড়া	
অন্যান্য (উল্লেখ করুন)	
সব্জী/মুরগী/গৃহস্থালী/হাতের কাজ/বিদেশে অবস্থারত	

২৮. পরিবারের মাসিক আয়

ব্যয়ের খাত	টাকার পরিমাণ
খাদ্য দ্রব্য	
শিক্ষা	
চিকিৎসা	
বস্ত্র	
বাসা ভাড়া	
যাতায়াত ভাড়া (অফিসে গমনাগমনসহ)	
বিনোদন	
আপ্যায়ন	
নির্ভরশীল সদস্য যারা কেন্দ্রের বাইরে থাকেন তাদের জন্য ব্যয়	
অন্যান্য	
মোট	

২৯. উত্তরদাতার সন্তান-সন্ততির শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্যাদি ঃ

ক) পরিবারের কতজন সদস্য পড়াশুনা করে ?

স্কুলের ছাত্র ☐ জন মাদ্রাসার ছাত্র ☐ জন
কলেজের ছাত্র ☐ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ☐ জন

খ) কেন্দ্রের স্কুলে যদি কেউ পড়াশুনা করে তাহলে শ্রেণীসহ উল্লেখ করুন ।

শ্রেণী জন

গ) পরিবারের কোন সদস্য কেন্দ্রের স্কুল ছাড়া অন্য কোন স্কুলে পড়াশুনা করলে তাদের সংখ্যা উল্লেখ করুন।

শ্রেণী জন

ঘ) 'গ' এর উত্তর ইতিবাচক হলে কেন্দ্রের স্কুলে না পড়াবার কার উল্লেখ করুন ?

ঙ) কেন্দ্রের স্কুলের পড়াশুনার মান সম্পর্কে আপনার মতামত চিহ্নিত করুন ।

অসাধারণ ☐ খুব ভাল ☐ ভাল ☐
চলতিমান ☐ খারাপ ☐ জানি না ☐

৩০. উত্তরদাতা ও তাঁর পরিবারের চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্যাদি ঃ

ক) গত ১ মাসে উত্তরদাতা কিংবা তাঁর পরিবারের কোন সদস্য অসুস্থ হয়েছেন কি ?

হ্যাঁ ☐ না ☐

খ) উত্তর 'হা' হলে কতজন অসুস্থ হয়েছিলেন ?

গ) কী কী রোগে কী ধরনের চিকিৎসা করেছিলেন/করেছেন

রোগের নাম	চিকিৎসার ধরন	ব্যয় (টাকা)

ঘ) উত্তরদাতা নিজ বা তাঁর পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসার জন্য কোথায় যান ?

কেন্দ্রের ক্লিনিকে ☐ বাইরের ক্লিনিকে ☐ সরকারী হাসপাতালে ☐ হোমিওপ্যাথ ☐
গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র ☐ কবিরাজ ☐ ধর্মীয় গুরু/ইমাম ☐ অন্যান্য ☐

ঙ) গত ১ মাসে চিকিৎসার জন্য কেন্দ্রের ক্লিনিকে গিয়েছেন কি ? হ্যাঁ ☐ না ☐

চ) গিয়ে থাকলে ডাক্তার পেয়েছেন কি ? হ্যাঁ ☐ না ☐

জ) ডাক্তারকে পেয়ে থাকলে তাঁর ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী ঔষধ কোথা থেকে সংগ্রহ করেছেন ?

কেন্দ্রের ক্লিনিক থেকে ☐ আত্মীয়/বন্ধুবান্ধব থেকে ☐ বাজার থেকে ☐

ঝ) গড়ে মাসে বাজার থেকে কত টাকার ঔষধ কিনে থাকেন ? ☐

ঞ) গত ১ মাসে কেন্দ্রের ডাক্তারকে চিকিৎসার্থে বাসায় ডেকেছেন ? হ্যাঁ ☐ না ☐

ট) উত্তর 'হা' হলে গত ১ মাসে কতবার ডেকেছেন ? ☐

ঠ) ডাক্তার ডাক শুনে বাসায় গিয়েছেন কি ? হ্যাঁ ☐ না ☐

ড) 'ঠ' এর উত্তর না হলে কেন যান নি ? [ ]

ত) কেন্দ্রের ক্লিনিকে ডাক্তার ও তাঁর সহকর্মীদের ব্যবহার সম্পর্কে আপনার মতামত দিন ।

ডাক্তার/সহকর্মী	অসাধারণ	খুব ভাল	ভাল	চলতিমান	খারাপ	জানিনা
পুরুষ ডাক্তার						
মহিলা ডাক্তার						
ফার্মাসিষ্ট						
এলডিএ						
এমএলএসএস						

ণ) কেন্দ্রের ক্লিনিকে চিকিৎসা সুবিধার মান সম্পর্কে আপনার মতামত উল্লেখ করুন ।

অসাধারণ [ ] খুব ভাল [ ] ভাল [ ] চলতিমান [ ] খারাপ [ ]

জানি না [ ]

৩১. নিম্নলিখিত বিষয় সম্পর্কে উত্তরদাতার মতামত (৬ সব চাইতে বেশী, ১ সব চাইতে কম)

ক) সমপর্যায়ের সহকর্মীদের সাথে সম্পর্ক — ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬

খ) দাপ্তরিক কর্মপরিবেশ — ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬

গ) দায়িত্ব পালনে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা/সহানুভূতি — ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬

ঘ) দায়িত্ব সম্পাদনে প্রয়োজনীয় উপকরণের প্রাপ্যতা — ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬

ঙ) চাকরির নিশ্চয়তা (স্থায়ীকরণ) — ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬

চ) অফিস বহির্ভূত কাজের চাপ — ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬

ছ) ওভারটাইম/নাস্তা বিলের সুবিধা — ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬

জ) ছুটি — ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬

ঝ) উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে সমস্যা উত্থাপনের সুযোগ — ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬

ঞ) পছন্দমত বদলীর সুযোগ — ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬

৩২. উত্তরদাতা তাঁর জীবন যাত্রার মানোন্নয়নে কেন্দ্রের কী কী করণীয় বলে মনে করেন ?

আপনার সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই ।